চমক ভরা
ধনতেরাস
অফার প্রসারিত হ'ল
১৬ থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 17 November, 2020 ■ আগরতলা, ১৭ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ১ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অন্নকুট

সোমবার আগরতলায় জগন্নাথ মন্দিরে অন্নকুট উৎসব। ছবি নিজস্ব।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন নীতীশ কুমার

পাটনা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.)।। এই নিয়ে সপ্তম বার, একটানা চতুর্থ মেয়াদে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন নীতীশ কুমার। সোমবার বিকেলে রাজভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে নীতীশ কুমারকে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল ফাগু চৌহান।

একইসঙ্গে বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন বিজেপির রেণু দেবী এবং তারকিশোর প্রসাদ। কাটিহারের চারবারের বিধায়ক তারকিশোর প্রসাদ এবং বেতিয়ার বিধায়ক রেণু দেবী। এছাড়াও নীতীশ কুমারের মন্ত্রিসভায় শপথ নিয়েছেন জেডিইউ-র বিজয় কুমার চৌধুরী, বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদব, অশোক চৌধুরী এবং মেওয়া লাল চৌধুরী। শপথ নিয়েছেন হিন্দুস্থানি আওয়াম মোর্চার প্রধান জিতেন রাম মাঁঝির ছেলে সন্তোষ কুমার সুমন এবং বিকাশশীল ইনসান পার্টির মুকেশ সাহনি। নীতীশ কুমারের মন্ত্রিসভায় শপথ নিয়েছেন বিজেপির মঙ্গল পান্ডে এবং অমরেন্দ্র প্রতাপ সিংও।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আগেই বয়কটের ঘোষণা করেছিল রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)। আরজেডি টুইট করে জানিয়েছিল, "আরজেডি শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান বয়কট করছে। পরিবর্তনের জনাদেশ এনডিএ-র বিরুদ্ধে। বিহারের কর্মহীন, কৃষক, ঠিকা শ্রমিক, নিযুক্ত শিক্ষকদের প্রশ্ন করুন, তাঁদের কেমন লাগছে? এনডিএ-র জালিয়াতিতে জনগণ ক্ষুব্ধ। আমরা জনপ্রতিনিধি এবং জনগনের পাশে রয়েছি।" ফলে তেজস্বী যাদবের দলের কেউ ছিলেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে আপত্তি, অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট চলছে কাঞ্চনপুরে

কাঞ্চনপুর, ১৬ নভেম্বর (হি.স.)।। ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে প্রতিশ্রুতি খেলাপের অভিযোগ এনে কাঞ্চনপুর মহকুমায় অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট পালন করছে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি। সোমবার সকাল থেকে মহকুমা জুড়ে বাজারহাট, দোকান পাট, যানবাহন চলাচল, অফিস-আদালত বন্ধ। শান্তি পূর্ণভাবে ধর্মঘট পালিত হচ্ছে বলে দাবি করেছেন নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের সভাপতি রঞ্জিত নাথ।

দুই দশকের অধিক সময় ধরে ব্রু শরণার্থী সমস্যার সমাধানে তাঁদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। প্রায় ৫ সহস্রাধিক ব্রু শরণার্থী পরিবারের পুনর্বাসনের স্থায়ী সমাধানে ত্রিপুরা সরকার ৮ জেলাকে বাছাই করার ঘোষণা করেছিল। প্রতিশ্রুতি ছিল, তাঁদেরকে ৮ জেলায় স্থান চিহ্নিত করে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। কিন্তু তাদের সকলকে কাঞ্চনপুর মহকুমায় পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে বলে আপত্তি জানিয়েছে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি।

তাই আজ থেকে কাঞ্চনপুর মহকুমায় অনির্দিষ্ট-কালের ধর্মঘট পালন করা হচ্ছে। রঞ্জিত নাথের কথায়, সকালে কাঞ্চনপুরের মহকুমা শাসককে তাঁর অফিসে যেতে বাধা দেইনি আমরা। তবে, তাঁর কাছে আমাদের দাবিগুলি পুনরায় তুলে দিয়েছি। তিনি বলেন, ব্রু শরণার্থী-দের ত্রিপুরায় আশ্রয় দেওয়ার পর থেকে মিজো এবং বাঙালি ৬০০ পরিবার ১২টি গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। তাঁদের ক্ষতিপূরণ সহ পুনর্বাসনের দাবি পুনরায় জানানো হয়েছে। তাছাড়া, কাঞ্চনপুর মহকুমায় সর্বোচ্চ ৫০০ ব্রু পরিবারকে পুনর্বাসনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সচিবালয়ে বৈঠক সম্পন্ন দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রক্রিয়া শুরুর আবেদন

আগরতলা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.)।। ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে সোমবার ত্রিপুরার মুখ্যসচিব মনোজ কুমার বৈঠক করেছেন। ব্রু শরণার্থী নেতৃবৃন্দ এবং প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। দুই সপ্তাহের মধ্যে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে ব্রু-দের তরফে আবেদন জানানো হয়েছে। তাঁদের পুনর্বাসনে জমি চিহ্নিত করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন মুখ্যসচিব। এদিনের বৈঠকে উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক এবং কাঞ্চনপুরের মহকুমাশাসক ভিডিও কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে প্রদ্যুৎ কিশোর জানিয়েছেন, করোনা-র প্রকোপে ত্রিপুরায় ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে অনেকটা বিলম্ব হয়েছে। তবে এখন পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। তাই শীঘ্রই পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করার দাবি জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, দুই সপ্তাহের মধ্যে ওই প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। মুখ্যসচিব আশ্বস্ত করেছেন, শীঘ্রই এই প্রক্রিয়া শুরু হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিধাইয়ে বৃদ্ধের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। সিধাই থানা এলাকার হরিনাখলার ৩নং ওয়ার্ডে এক বৃদ্ধ আত্মহত্যা করেছে। বৃদ্ধের নাম হরলাল রুদ্র পাল। বয়স ৬৫ বছর। নিজ বাড়ি থেকেই তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা যায় সোমবার পরিবারের লোকজন রা বাড়িতে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান। তারা বিষয়টি স্থানীয় লোকজনদের জানান। খবর পাঠানো হয় সিধাই থানার পুলিশকে।খবর পেয়ে পুলিশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলকলিয়ায় গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। সিধাই থানা এলাকার কলকলিয়া গ্রামে এক গৃহবধূকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত গৃহবধূর নাম মীনাক্ষী সরকার।ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলকলিয়ার কালিকামোরা এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ঘটনায় জড়িত স্বামীকে গ্রেফতার করেছে সিধাই থানার পুলিশ। পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীকে গায়ে কেরোসিন ঢেলে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। বসত ঘরে খাটের মধ্যেই তাকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।আগুনে খাটসহ বিছানাপত্র পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ওই বাড়িতে ছুটে যান। তারপরে খবর দেওয়া হয় সিধাই থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহটি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করেছে।

এ ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।অগ্নিদগ্ধ করে গৃহবধূকে হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকা জুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। স্থানীয় লোকজন অভিযুক্ত আসামিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই পারিবারিক কলহ চলছিল।পারিবারিক কলহের জেরে গৃহবধূকে গায়ে কেরোসিন ঢেলে ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ধরনর ন্যাক্কারজনক ঘটনায় জড়িত ব্যক্তির সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানান এলাকার সর্বস্তরের জনগণ।

বড়দোয়ালীতে সন্ধ্যারাতে নাবালককে অপরহণের চেষ্টা, পাকড়াও দুস্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার বড়দোয়ালী পেট্রলপাম্প এর কাছ থেকে এক নাবালককে অপহরণের চেষ্টা করে ২ দুস্কৃতিকারী। সন্ধ্যারতে এই অপহরণের চেষ্টা করা হয় বলে জানা গেছে।

নাবালক পেট্রোল পাম্পের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন দুষ্কৃতিকারীরা তাকে অপহরণ করার চেষ্টা করে। স্থানীয় লোকজন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন তাদেরকে পাকড়াও করেন। তাদেরকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্থানীয় লোকজনরা সচেতন থাকায় নাবালককে অপহরণকারীদের কবল থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রাজধানী আগরতলা শহর এলাকা থেকে নাবালককে অপহরণের ঘটনা চেষ্টাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আপনি কি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন? সাংবাদিকের প্রশ্ন শুনে রেগে আগুন প্রদ্যুৎ

আগরতলা, ১৬ নভেম্বর (হি. স.)।। আপনি কি বিজেপি-তে যোগ দিচ্ছেন? সাংবাদিকের এই প্রশ্ন শুনে রেগে আগুন হয়ে উঠেছেন ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ। উত্তরে তিনি সাংবাদিককে পাল্টা বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর দাবি, রাজনীতির সাথে যুক্ত নই। শুধুই ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসন নিয়ে কিছু সমস্যার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছি।

প্রসঙ্গত, সোমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সরকারি বাসভবনে গিয়ে ব্রু শরণার্থী ইস্যুতে আলোচনা করেছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ। এর পরই তিনি সাংবাদিকের কাছে এমন প্রশ্ন শুনে রেগে যান। অথচ, আইএনপিটি এবং ত্রিপুরা পিপল ফ্রন্ট-এর সাথে রাজনৈতিক সমঝোতা করেছে প্রদ্যুতের সংগঠন তিপ্রা, সে-বিষয়টি হয়তো তিনি ভুলে গেছেন। কিংবা কৌশলে এড়িয়ে গেছেন।

আজ তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করার বিষয়ে বলেন, ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে অনেকটা বিলম্ব হয়েছে। করোনা-প্রকোপে ওই বিলম্ব হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। তাই, কালবিলম্ব দেরি না করে তাঁদের পুনর্বাসনে উদ্যোগ নেওয়া উচিত ত্রিপুরা সরকারের। প্রদ্যুতের দাবি, আজ সচিবালয়ে ব্রু শরণার্থী নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনের বৈঠক হবে। ওই বৈঠকে আমাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। পুনর্বাসন নিয়ে আজ আলোচনা হবে। আশা করছি, দীর্ঘ সময় ধরে ঝুলন্ত সমস্যা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সচিত্র খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত, ভোটার ২৬,৩৯,৩২২

আগরতলা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.)।। নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনক্রমে ২০২১ সালের ১ জানুয়ারিকে ভিত্তিবর্ষ ধরে ত্রিপুরার ৬০টি বিধানসভা ক্ষেত্রের জন্য সচিত্র খসড়া ভোটার তালিকা আজ প্রকাশিত হয়েছে। খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী ত্রিপুরায় সাধারণ ভোটার ২৬,৩৯,৩২২ জন।

সমস্ত মনোনীত স্থানে অর্থাৎ ৩,৩২৪টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র, সমস্ত তহশিল অফিস, সমস্ত নির্বাচন নিবন্ধকের অফিস (মহকুমাশাসক) এবং সমস্ত তহশিল জেলা নির্বাচন আধিকারিক (জেলাশাসক এবং সমাহর্তা) কার্যালয়ে সাধারণ মানুষ খসড়া ভোটার তালিকা দেখতে পারবেন। তাছাড়া ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের ওয়েবসাইটেও খসড়া ভোটার তালিকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিলামবাজারে গণধর্ষণ ঃ ধৃত পাঁচজনের পোশাক গেছে গুয়াহাটির ফরেন্সিক ল্যাবে

করিমগঞ্জ, ১৬ নভেম্বর (হি.স.)।। নিলামবাজারে দলবদ্ধ ধর্ষণকাণ্ডে জড়িত অভিযোগে ধৃতদের পরনের কাপড় গুয়াহাটিতে ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। ঘটনা পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পুলিশের নিয়ন্ত্রণাধীন। বহিঃরাজ্যের দুই উপজাতি যুবতীকে দলবদ্ধ ধর্ষণকাণ্ডের প্রায় ৪০ ঘণ্টার মধ্যে জড়িতদের গ্রেফতার করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছে করিমগঞ্জ পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে গ্রেফতার ছয় জনের মধ্যে ত্রিপুরার ফুলবাড়ি থেকে আটককৃত এক যুবককে মুক্তি দিয়েছে পুলিশ। অপর পাঁচজনকে আদালতে সোপর্দ করে নিলামবাজার থানার পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে।

সোমবার মামলার তদন্তকারী অফিসার ওসি রাজেন পাও রংমাই জানান, উত্তর ত্রিপুরার চোরাইবাড়ি থানার অন্তর্গত ফুলবাড়ি থেকে গ্রেফতার আনোয়ার হুসেন (৩৪) ও সুমন আলি (২৯)-কে আদালতে পেশ করে তিনদিনের রিমান্ডে নিয়েছেন তাঁরা। মামলার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে ওসি রংমাই জানিয়েছেন, গ্রেফতার এক যুবককে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের পরনের কাপড় বাজেয়াপ্ত করে ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য গুয়াহাটিতে পাঠানো হয়েছে। দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা যেখানে সংগঠিত হয়েছিল, সেই নির্মীয়মাণ ভবনে এটাই যে প্রথম ঘটনা তা নয়, এভাবে আরও অপকর্ম সংগঠিত করেছে দুষ্কৃতীরা। তিনি বলেন, ঘটনাটি পূর্ব পরিকল্পিত কি না, বা আদৌ দববদ্ধ ধর্ষণ না অন্য কিছু। এ-সব গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের সঠিক উত্তর বের করতে অপরাধীদের টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। আইনি বিভিন্ন প্রক্রিয়া বাকি থাকায় আপাতত পুলিশি হেফাজতে রয়েছে নির্যাতিতা দুই যুবতী।

উল্লেখ্য, কালীপূজার আগের রাতে নিলামবাজারে সংঘটিত দলবদ্ধ ধর্ষণের তদন্তে নেমে শনিবার রাতেই জড়িত তিনজনকে গ্রেফতার করে রবিবার আদালত সোপর্দ করে তিন দিনের রিমান্ডে নিয়েছিল পুলিশ। রবিবার দিনের বেলা ত্রিপুরার ফুলবাড়ি থেকে আটক তিনজনের একজনকে মুক্তি দেওয়া হলেও প্রাথমিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাসে মৃত্যু এক গুরুতর আহত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া/ আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। মদমত্ত অবস্থায় দ্রুত গতিতে বাইক চালাতে গিয়ে গুরুতর আহত এক যুবক যুবতী। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন মহারানী পুর কালিবাড়ি সংলগ্ন এলাকায়। সোমবার আনুমানিক ৬:৩০ মিঃ নাগাদ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মদ মত্ত অবস্থায় দ্রুত গতিতে বছর ২২ এর সঞ্জয় বিশ্বাস নামে এক যুবক ও বছর ১৯ এর ইতি সরকার নামের এক যুবতী দ্রুত গতিতে মহারানী পুর এলাকা থেকে তেলিয়ামুড়ার উদ্দেশ্যে আসার পথে স্থানীয় মহারানী পুর ভাঙ্গা সংলগ্ন এলাকায় পেছন দিক থেকে আসা কোন এক গাড়ি সঞ্জয় বিশ্বাস নামে যুবকের পালসার ২২০ মডেলের নীল রঙের বাইক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

ঘটনাস্থলে বাইক টিকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে গাড়ির চালক গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এতে গুরুতর আহত হয় যুবক-যুবতী উভয়ই। মেয়েটির দুটি হাতের উপর দিয়ে গাড়ির চাকা চলে যায়, এতে মেয়েটির হাত দুটি থেতলে যায়। এবং ছেলেটির কোমরের নীচ সহ গোপনাঙ্গে গুরুতর আঘাত লাগে। যদিও জানা যায়, ছেলেটির বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানাধীন কৃষ্ণপুর এম টি পাড়া সংলগ্ন এলাকায় ও মেয়েটির বাড়ি রানির বাজার সংলগ্ন এলাকায়।

কিন্তু মানুষের মানবিকতা আজ কোথায় তা প্রত্যক্ষ করা গেল দুর্ঘটনাগ্রস্ত স্থানে গিয়ে। সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা গিয়ে দেখতে পেল সবাই নিজের মোবাইলে সামাজিক মাধ্যমে লাইভ ভিডিও করে দুর্ঘটনার ঘটনাটি ভাইরাল করতে ব্যাস্ত। কিন্তু মানবিকতার দিক থেকে কেউই এগিয়ে আসেনি কেউ দমকল বাহিনী কিংবা অ্যাম্বুলেন্স ফোন করার জন্য।

পরবর্তী সময়ে যদিও ওই এলাকায় উপস্থিত সচেতন নাগরিক ওকে নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের খবর দিলে ঘটনাস্থলে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা গিয়ে আহত যুবক যুবতীকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা জিবি হাসপাতালে প্রেরণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাওড়া নদীতে এক ব্যক্তির ভাসমান মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন অরুন্ধতী নগর থানা এলাকার দক্ষিণ জয়নগর হাওড়া নদী থেকে এক ব্যক্তির ভাসমান মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দক্ষিণ জয়নগর এলাকায় কাঠের সেতুর কাছে নদীতে মৃতদেহটি ভাসছিল। স্থানীয় লোকরা হাওড়া নদীতে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে অরুন্ধতী নগর থানার পুলিশ ছুটে এসে সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।দক্ষিণ জয়নগর কাঠের সেতু সংলগ্ন এলাকায় হাওড়া নদীতে মৃতদেহ পড়ে থাকার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন রা কাঠের সেতুর ওপর এসে ভিড় করেন।

মৃতদেহটি হাওড়া নদী থেকে উদ্ধার করা হলেও এখনো পর্যন্ত তাকে শনাক্ত করা যায়নি। এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু নাকি হত্যাকাণ্ড নিয়ে এখনো নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। এ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা আমার প্রধান কর্তব্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.)।। ভাইফোঁটায় অংশ নিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সোমবার সকালে তাঁর সরকারি বাসভবনে প্রচুর মহিলা উপস্থিত হয়ে তাঁকে ফোঁটা দিয়েছেন। বোনেদের কাছ থেকে ফোঁটা নিয়ে ভীষণ আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ত্রিপুরার সমস্ত মহিলার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা আমার প্রধান কর্তব্য। তাঁদের সুস্থ রাখাও আমার দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের আশীর্বাদ আমি সর্বদা চাইছি।

ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অন্যান্য বছরের মতো এ-বছরও ভাইফোঁটায় অংশ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ভাইফোঁটা একটি মঙ্গল কার্য। ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় বোনেরা

ফোঁটা দিয়ে থাকেন। আজ বোনেদের কাছ থেকে ফোঁটা নিয়ে অত্যন্ত খুশি। তাঁর কথায়, অন্যান্য বছরের মতোই বোনেরা আমায় ফোঁটা দিতে এসেছেন।

তিনি বলেন, ত্রিপুরার সমস্ত নারীর সুরক্ষিত রাখা, তাঁদের সশক্তিকরণ সুনিশ্চিত করা আমার দায়িত্ব। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কালীপূজার চাঁদা আদায় ঘিরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত চারজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। ধলাই জেলার কমলপুর কলেজ চৌমুহনী এলাকায় কালী পূজার চাঁদা সংগ্রহ কে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে চারজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে কমলপুর বিমল সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য কালী পূজার চাঁদা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা হয়। বাকবিতন্ডা শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষে রূপ ধারণ করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কমলপুর কলেজ চৌমুহনী এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। বিবদমান এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর ওপর হামলে পড়ে। তাতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ৪১ ◻ ১৭ নভেম্বর ২০২০ ইং ◻ ১ অগ্রহায়ন ◻ মঙ্গলবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

শিশু শ্রমিক বৃদ্ধি উদ্বেগজনক

শিশুশ্রম বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিতে শুরু করিয়াছে।শিশুশ্রম বন্ধ করিবার জন্য সরকারকে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন সেই সব পদক্ষেপ সঠিক ভাবে গ্রহন না করার ফলশ্রুতিতেই শিশুশ্রমের সংখ্যা প্রতিবছর বাড়িয়া চলিতেছে।ভারতের ১৩৮ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৬০ কোটি মানুষকে সংসার চালাইবার জন্য কোনও না কোনও কাজ করিতে হয়। লকডাউনের শুরু থেকে তাহাদের মধ্যে ১২ কোটির বেশি মানুষের কাজের সুযোগ নষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজনের আয় অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। এই ১২ কোটির ৭৫ শতাংশই অত্যন্ত অল্প টাকা রোজগার করেন। তাহাদের কেউ খুব ছোটখাটো ব্যবসা করেন অথবা দিনমজুর। নির্মাণ শিল্প এবং এমএসএমই সেক্টর ধসে যাওয়ার কারণেই এই বিপর্যয় বলিয়া অর্থনীতির পণ্ডিতদের অনুমান। আইএলও এবং এডিবির একটি যৌথ রিপোর্ট থেকে জানা গিয়াছে,শুধু নির্মাণ শিল্প এবং কৃষি ক্ষেত্রে ৪১ লক্ষ যুবক-যুবতী (১৫-২৪ বছর বয়সি) কাজ হারাইয়াছেন। যুবদের কাজের সুযোগের উপর কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কী প্রভাব পড়িয়াছে, জানার জন্য বিশ্বব্যাপী এক সমীক্ষা করা হয়। তাতে দেখা গিয়াছে, ভারতের বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় অ্যাপ্রেন্টিসশিপের তিনভাগের দু'ভাগ এবং ইন্টার্নশিপের চারভাগের তিনভাগ চলিয়া গিয়াছে। রিপোর্টটি সরকারকে জানাইয়া সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, যাহাতে শ্রমের বাজার দ্রুত স্বাভাবিক হইতে পারে। যুবদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত কাজের সুযোগ সৃষ্টি করিবার কথা বলা হইয়াছে। তা না-হইলে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ৬৬ কোটি যুবক-যুবতীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া উঠিতে পারে। ২০১৯ সালে এই অঞ্চলে যুবদের মধ্যে বেকারত্বের হার ছিল প্রায় ১৪ শতাংশ। কোভিড পরিস্থিতিতে সেটা এককথায় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে পৌছিয়াছে। তাই যুবদের জন্য সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ভীষণ জরুরি।

ভারতীয় সমাজে স্কুল-কলেজ স্তর পর্যন্ত শিক্ষার দায়িত্ব পরিবার নিয়ে থাকে। অর্থাৎ বাবা-মা/ অভিভাবক এই দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু খুব গরিব পরিবার তা পারিয়া উঠিত না বলিয়া সব রাজ্যেই স্কুলছুটের হারটা মারাত্মক ছিল। স্কুলছুট ছেলেমেয়েরাই হইয়া উঠিত শিশুশ্রমিক। দুঃস্থ পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার জন্য অল্প বয়সি ছেলেমেয়েরা ছোটখাটো কাজে নামত। তাহাদের এসব কাজ অনেক সময়ই ঝুঁকিপূর্ণ। কিছু কারখানায় ক্ষতিকারক রাসায়নিক ব্যবহৃত হয়। ওই বিপজ্জনক ক্ষেত্রে এদেরকে সস্তায়, এমনকী বেগার খাটানো হয়। খোলামুখ খনি এলাকায় কয়লা বা অন্যকোনও খনিজ দ্রব্য পাচারে ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যবহার করা হয়। সীমান্ত অঞ্চলে চোরাচালানেও খাটানো হয় এদের। ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েই কিছু মেয়েকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। অন্ধকার জগতে পাচারও হয়ে যায় কিছু মেয়ে। কিছু ছেলেমেয়ের জেহাদি দলে ভিড়ে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে। সম্পন্ন বাড়ির কাজে, দোকানে, হোটেল-রেস্তরাঁয় এবং খেতে-খামারে তাহাদের খাটানোর পুরনো রেওয়াজ আছেই।

অসংখ্য মানুষের শৈশব হারাইয়া যাওয়া নিয়ে নাগরিকসমাজ বারবার সরব হইয়াছে। সর্বোচ্চ আদালতও সরকারকে ভর্ৎসনা করিয়াছে। অবশেষে শিশুদের অধিকাররক্ষা, শিক্ষার অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে একাধিক আইন তৈরি করিতে বাধ্য হইয়াছে সরকার। সেইমতো কেন্দ্রীয় সরকার কিছু প্রকল্প নিয়েছে। উদ্দেশ্য স্কুলছুট এবং শিশুশ্রম ঠেকানো; সব শিশুকে সুনাগরিক হওয়ার সুযোগ দেওয়া। এই বিষয়ে গত কয়েক বছরে সরকার কিছু ফলপ্রসূ ব্যবস্থা নিয়েছে। যেমন মিড ডে মিল, বিনামূল্যে বই-খাতা ও ইউনিফর্ম বিতরণ ও নানা ধরনের ছাত্রবৃত্তি প্রদান প্রভৃতি। আজকের প্রশ্ন হল, দীর্ঘ কোভিড পর্বে সেই ধারা কি বজায় আছে? অল্প বয়সি ছেলেমেয়েদের একটা বড় অংশকে শিক্ষার পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়া যাইতে হইতেছে না তো? সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা কিন্তু ভালো নয়। জনস্বার্থ মামলাও হইয়াছে। কলকাতায় এবং বিভিন্ন জেলায় অভিযানে নেমে বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে নিতে চাইছে সরকার। শিশুশ্রম ঠেকানোর জন্য যা যা করণীয় সরকারকে করিতেই হইবে। প্রয়োজনে কেন্দ্রের সহায়তা নিতে হইবে। কারণ, আজকের ছোট ছেলেমেয়েরাই আগামী দিনের সুনাগরিক। সকলে যদি সুস্থ শিক্ষিত প্রশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ না-পায় তবে আগামী দিনে দেশকেই তার চরম মূল্য দিতে হইবে। এখনই সতর্ক হইলে এত বড় সর্বনাশ রুখে দেওয়া সম্ভব। রাজ্যয় সরকার এবং কেন্দ্র সরকার যদি যৌথভাবে শিশুশ্রম বন্ধ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না তাহা হইলে এ জন্য সরকারকেই দায়ী থাকিতে হইবে।

করোনা আবহে ভাইফেঁটার বাজারে মন্দা

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি স): করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর। এরই মাঝে ভাইফেঁটার শুভক্ষণ এসে হাজির। সোমবার সপ্তাহের শুরুর দিনে ভাইফেঁটা অনুষ্ঠানে মজেছে শহরবাসী। কিন্তু চলতি বছর করোনা আবহে সবকিছুতে যেন পড়েছে ভাঁটা। প্রতিবছরই ভাইফেঁটার দিন শহরের বাজারগুলোতে উপচেপড়া ভিড় থাকে। কিন্তু এই বছর যেন সেই চিত্রটা সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে। করোনা আবহে ভাইফেঁটার বাজারে মন্দা দেখা দিয়েছে। যত সময় বাড়ছে ততই যেন আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। চোখে দেখা না গেলেও অদৃশ্য ভাইরাস আতঙ্কে কোণঠাঁসা শহরবাসী। কিন্তু প্রতি বছরে একবারই আসে ভাইফেঁটার অনুষ্ঠান। আর তাই ভাইফেঁটার অনুষ্ঠান থেকে নিজেদের ব্যতীত রাখতে চাইছে না শহরবাসী। কিন্তু কোথাও যেন ভাইফেঁটার বাজারে নেই চেনা ভিড়। পসরা সাজিরে বসে থেকেও ক্রেতাদের দেখা মিলছে না তেমন। বাজারে ক্রেতার সংখ্যা প্রায় নেই। প্রতিবছরই মাছের বাজারে নানান ধরনের মাছ ভাইদের খাওয়াতে ভিড় জমায় দিদিরা। কিন্তু এই বছর চিত্রটা সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে। বিভিন্ন ধরনের মাছ সাজিয়ে ব্যবসায়ীরা বসে থাকলেও নেই ক্রেতাদের দেখা। যেখানে ভোর থাকতেই বাজারে উপচে পড়ে ভিড় সেখানে এবারের বেলা গড়াতে ও হচ্ছে না ভিড় বাজারে। এই পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীদের দাবি, প্রতি বারের তুলনায় চলতি বছরে বাজারে ক্রেতাদের তেমন দেখা নেই।

মুখে মাস্ক, পরনে ধুতি পাঞ্জাবি ভাইফেঁটার অনুষ্ঠানে হাজির ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি স): শহর মেতেছে ভাইফেঁটার শুভক্ষণে। সামনেই একুশের নির্বাচন। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলোর চোখ সেদিকেই। তবে, ভাইফেঁটার দিন রাজনীতি সরিয়ে রেখে সকল রাজনীতিবিদরাই যেন আজ দিদিদের ভাই হয়ে উঠেছে। প্রতিবছরই ভাইফেঁটার অনুষ্ঠানে মেতে ওঠেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হল না। ধুতি পাঞ্জাবি পরে ভাইফেঁটা অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী। চলতি বছর করোনা আবহে ভুগছে শহর। তবে করোনা আতঙ্কে ভাইফেঁটার অনুষ্ঠানে পড়েনি ভাঁটা। কারণ প্রতি বছরে একবার করেই আসে ভাইফেঁটার অনুষ্ঠান। আর তাই এই দিনটাকে কোনওভাবেই ছাড়তে নারাজ শহরবাসী। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ভাইফেঁটার অনুষ্ঠানে মাতলেন ফিরহাদ হাকিম। প্রথমে নীল পাঞ্জাবি পড়ে দিদির হাত থেকে ফোঁটা নিয়ে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান শুরু করলেন ফিরহাদ হাকিম । এবার সেখান থেকে নীল পাঞ্জাবি পাল্টিয়ে ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি পড়ে মুখে মাস্ক পরে চেতলা অগ্রনীতে ভাইফেঁটা অনুষ্ঠানে পৌঁছালেন ফিরহাদ হাকিম।

করোনা-নাশক 'মিরাকিউরল' সন্ধানে

অতনু বিশ্বাস

শতবর্ষে সত্যজিৎকে নিয়ে মতামাতি শুরু হয়েছে স্বাভাবিক নিয়মেই। এদিকে করোনা অতিমারীর প্রকোপ যখন দুনিয়াটাই থরহরি, কম্পমান, বারবার মনে হচ্ছে প্রফেসর শঙ্কুর 'মিরাকিউরল' ওষুধটি যদি থাকত, তুড়ি মেরে দূর করে দেওয়া যেত এই ভাইরাসকে। কিন্তু ওই যে, নিজের আবিষ্কারগুলিকে বাণিজ্যিকভাবে বাজারে আনতে তীব্র অনীহা ছিল শঙ্কুর। কারণ হিসাবে সত্যজিৎ লিখেছেন, ওগুলো নাকি কারখানায় তৈরি করা যেতেই পারে না। ওগুলো বানাতে পারেন কেবলমাত্র একজন মানুষ---ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু স্বয়ং। কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অবশ্য এমন হতেই পারে না। সে যাই হোক, আমরা কিন্তু এই আকালে করোনা নাশক 'মিরাকিউরল' বাড়ির স্বপ্ন দেখি নিশ্চয়ই।

কবে বের হবে করোনার ভ্যাকসিন, এই প্রশ্নের আবর্তেই বিশ্ব ঘুরপাক খাচ্ছে। ব্যাপারটা ঠিক অতটা ও সহজ নয়। নিত্য বলতে কী ফট্ করে কাল কি পরশু করোনার একটা প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়ে গেল---এ একেবারে অবাস্তব। আজকের যুগে গিরিডির গবেষণাগারে সবার চোখের আড়ালে পটাস্ করে 'মিরকিউরল' ট্যাবলেট বাড়িয়ে ফেলা আসম্ভব কঠিন। আর আজকের দিনের কোনও প্রফেসর শঙ্কু যদি এমন একটা ওষধু বানিয়েও ফেলেন, মানুষের উপর তা প্রয়োগ হবে নিয়মবিরুদ্ধ। কারণ ওষুধ তৈরির বেশ কিছু নিয়কানুন আছে। সেইসব পদ্ধতি মেনেই করতে হবে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং সেসব নিয়ম মেনেই করোনায় প্রতিষেধক কিংবা ওষুধ আবিষ্কারের ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা চলছে দেশ বিদেশের শতাধিক গবেষণাগারে, কোনও না কোনও ফার্মিসিউটিক্যাল কোম্পানি, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়ায়। ওই যে বললাম,কোন ওষুধ বাজারে আনার নেপথ্যে আছে দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষা। কোনও

সম্ভাবনাময় ওষুধ বা কেমিক্যালের খোঁজ পেলেই তাকে প্রয়োগ করা যায় না রোগীর উপর , তার আগে বিভিন্ন স্তরে প্রোটোকল মেনে মানুষের উপর পরীক্ষা করে দেখতে হয়। একে বলে 'ক্লিনিক্যাল ট্র্যায়াল'। তিনটি পর্যায়ে হয় এই বিচার বিশ্লেষণ। প্রথম পর্যায়ে শুধুমাত্র দেখা হয় ওষুধটির কোনও গুরুত্বর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কি না। তাই এই পর্যায়ে পরীক্ষার জন্য রোগীর দরকার নেই, যে কোন কিছু সুস্থ মানুষের উপর ওষুধটিকে প্রয়োগ করা হয় বিভিন্ন ডোজ বা মাত্রায়। দেখা হয় কোন ডোজ পর্যন্ত (বা ওষুধটির কোন কোন ডোজ) খুব বেশি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ঘটাবে না। সেই ডোজগুলি নিয়ে করা হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের রোগী দরকার, কারণ দেখা হয় ওষুধের কার্যকারিতা, সেইসঙ্গে দেখা হয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও। গুরুতর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া না থাকলে এবং ওষুধটি প্রাথমিকভাবে কার্যকর মনে হলে ওষুধটিকে পরীক্ষা করা হয় তৃতীয় পর্যায়ে। এ পর্যায়ে দেখা হয় শুধুমাত্র কার্যকারিতা। আর সাধারণত এই কার্যকারিতা তুলনা করা হয় কোনও প্রচলিত ওষুধের সঙ্গে। অবশ্য প্রচলিত ওষুধ তো আর সব অসুখের থাকে না, যেমন করোনাই তো নেই। সেক্ষেত্রে একই রকমের দেখতে কোনও কার্যক্ষমতাহীন কোনও ট্যাবলেট বা ওষুধ দেওয়া হয় কিছু রোগীকে, আর কিছু রোগীকে, আর কিছু রোগীকে দেওয়া হয় সত্যিকারের ওষুধ। তুলনা করা হয় তাদের ফলাফলের। কোন রোগীকে কোন ওষুধ দেওয়া হল, তা রোগী জানবে না, জানবে না ডাক্তারও। একে বলা হয় 'র‌্যান্ডমাইজ্ড কনট্রোল্ড ট্রায়াল' বা আরসিটি---যে পদ্ধতিকে উন্নয়নের অর্থনীতির পরীক্ষা নিরীক্ষাতে ব্যবহার করে গত বছর নোবেল পেয়েছেন মাইকেল ক্রেমার, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আর এস্থার ডুফলো।

যাই হোক ক্লিনিকাল ট্রায়াসের এই তিনটি পর্যায়ের শেষে যদি দেখা যায় যে ওষুধটির পাশ্ব প্রতিক্রিয়া খুব লাগামছাড়া নয়, আর সেই সঙ্গে ওষুধে কাজ হচ্ছে ভালই---তাহলে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যারা পরিচালনা করছে সেই সংস্থাটি সমস্ত রিপোর্ট পাঠায় সংশ্লিষ্ট দেশের মেডিক্যাল নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে। সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা করে সেই সংস্থা যদি বোঝে যে ওষুধে কাজ হচ্ছে, তারা তখন অনুমতি দেবে এই ওষুধের বাণিজ্যিকীকরণের। তবেই ওষুধটির বাণিজ্যিকভাবে উৎপদান সম্ভব। এবং ডাক্তাররাও তখন ওষুধটিকে লিখতে পারবেন তাঁদের প্রেসিক্রিপশনে। এই পুরো পদ্ধতিটা কিন্তু চট করে হওয়ার নয়। অন্তত এক থেকে দেড় বছর তো লাগাবেই। এই 'অন্তত' শব্দটা কিন্তু এক্ষেত্রে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বহু ওষুধের ক্ষেত্রেই সময়টা লেগে যায় অনেক বেশি। তাই সব মিলিয়ে ২০২১-এর মাঝামাঝি সময়ের আগে করোনার ভ্যাকসিন বাজারে আসার সম্ভাবনা বড় একটা নেই। এ কথা পরিষ্কারভাবে বুঝে নিয়ে সেজন্য মানসিক এবং সাংগঠনিক প্রস্তুতি নেওয়াই ভাল। তার পরেও ভ্যাকসিনের যে ঠিক কী দাম হবে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। গরিব দেশের কোটি কোটি মানুষ সেই দাম কী করে জোগাবে, অথবা সরকারই বা কীভাবে পুরো ব্যবস্থা করবে, কতটা সময় লাগবে ভ্যাকসিনের কোটি কোটি ভোজ তৈরি করতে এবং তা সব মানুষের উপর প্রয়োগ করতে, পরিষ্কার নয় কোনও কিছুই।

সেই সঙ্গে একটা কিন্তু মাথায় রাখাদরকার যে, সার্স কিংবা মার্সের মতো করোনার পুরনো জাতভাইদের ভ্যাকচিন কিন্তু নেই এখনও। তাই করোনার ভ্যাকসিন যে চট করে হবেই, তেমনটা না ও হতে পারে।

ফিরে আসি প্রফেসর শঙ্কু আবিষ্কার করা 'মিরাকিউরল' ট্যাবলেটের ইতিবুত্তে। 'মিরাকিউল' ও তো অকেজো ছিল সাধারণ সর্দির ক্ষেত্রে। তাই করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রেও এই ওষুধ কাজ করত কি না, কে জানে। যদিও আজকের বিজ্ঞানীরা দেশ বিদেশের প্রফেসর শঙ্কুরা, যথেষ্ট আশাবাদী। 'সপ্তপণী'র সন্ধানে বিনিদ্র সাধারণ রত। করোনার প্রতিষেধক তাঁরা বের করেই ছাড়বেন। আমরাও আশায় বুক বেঁধে থাকি। ভাইরাসের ভয়ে পৃথিবীই আজ ঢুকে গিয়েছে খোলসের মধ্যে। স্কুল-কলেজ, অর্থনীতি, খেলাধুলা সব থমকে। রাজনীতি পর্যন্ত স্তিমিত। তাই সর্বরোগহর ওষুধ নয়, আজকের পৃথিবীতে এই করোনার প্রতিষেধকই যেন হয়ে উঠতে পারে যথার্থ 'মিরাকিউল'। আশার কথা এই যে, আজকের শঙ্কুল দল যলি একেবার সেই ওষুধ বের করতে পারে, তা তাঁদের ইচ্ছামতো দু'চারজনের জন্য ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। ওই যেমনটা করোছিলেন শঙ্কু। বরং এই 'মিরাকিউল' ছড়িয়ে পড়বে সত্যিকারের মানব কল্যাণে এবং পৃথিবীজুড়ে মুক্তির আলো আর স্বস্তির শ্বাস জোগাতে পারে তা।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সিজিসিআরআই'কে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ে বিদায় নিচ্ছেন অধিকর্তা

নিত্যানন্দ ঘোষ

সিজিসিআরআই সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটির্টিউট)-কে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ে আগামী ৩১ অক্টোবর অবসর নিতে চলেছেন বর্তমান অধিকতা (ডিরেক্টর) দক্ষিণী ড. মুরলীধরণ---অভিযোগ প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও বিজ্ঞানীদের। অবসর নেওয়ার একমাত্র আগেও তাঁর তুঘলকী কর্মকাণ্ডে অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছেন বিজ্ঞানীরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, করোনা অতিমারির সময়েই এবছর জুন দৈনিক স্টেটম্যান পত্রিকায় এক অন্তর্তদন্তমূলকরিপোর্ট প্রকাশ পায় সিজিআর আই নিযে। প্রতিষ্ঠানের অফিস স্টাফ টেকনিক্যাল স্টাফ ও বিজ্ঞানীদের আশা ছিল যে খবরে কাগজে রিপোর্ট বেরনোর পর অধিকর্তা হয়তো শেষ বেলায় নিজেকে শুধরে নিয়ে তুঘলকী কাণ্ড আর না ঘটিয়ে বিদায় নেবেন। কিন্তু উল্টোটাই ঘটছে। বিদায় বেলায় তিনি পেটোয়া লোকজনদের প্রাইজ পোস্ট পাইয়ে দিয়ে অপছন্দের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের বদলি করে চলে যাচ্ছেন।

সিজিসিআরআই সংক্রান্ত অন্তর্তদন্তমূলক রিপোর্ট দৈনিক স্টেটস্যানে প্রকাশ করার পর অধিকাংশ কর্মী ও বিজ্ঞানী এই প্রতিবাদককে বলেছিলেন যে অবসর নেওয়ার আগে (১৩ অক্টোবর ২০২০-তে তাঁর অবসর নেওয়ার কথা) নিজের ভুল বুঝতে পারবেন এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির স্বার্থ রক্ষায় বিজ্ঞানীদের প্রতি প্রতিহিসারপরায়ণ না হয়ে চলতে থাকা জাতীয় প্রকল্পগুলি বিপদের মুখে ঠেলে দেবেন না। জানা যাচ্ছে তিনি নিজেকে

এতটুকুও বদলাননি এবং আগের মতোই তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে বরিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের বদলি করে যাচ্ছেন। 'দি ডার্ক এরা অব সিজিসি আর আই আন্ডার ড. মুরলীধরণ' শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রচার পুস্তিকাতে অভিযোগ করা হয়েছে যে আগস্ট ২০১৫ তে সিজিসিআরআই অধিকর্তা পদে বসার পর থেকে এ পর্যন্ত তিনি পেটোয়া বিজ্ঞানীদের স্বার্থই দেখেছেন। প্রাদেশিকতার দোষেও তাঁকে দুষ্ট হতে হয়েছে---তিনি নিজে দক্ষিণ ভারতীয় তাই দক্ষিণ ভারতীয় সহকর্মীদের অনেককেই বিভাগীয় প্রধান পদে উন্নীত করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের অধিকাংশই নিজেদের রাজ্যে সিজিসিআরআহ-এর ভারতীয় গবেষণাগারে বদলি হয়েছেন। এটি হওয়ায় সিজিআরআই শেষ পরিণতিতে বিজ্ঞানীদের ওই পদগুলি হারাতে চলেছে।

কলকাতার সিজিসিআরআই-এ কান পাতলেই শোনা যায় ড. মুরলীধরণ হলেন বিন তুঘলক বা ট্রান্সফারম্যান (বদলি করার ব্যক্তি) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি যখন আত্মনির্ভর ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর, তখন ড. মুরলীধরণের মতো কুশীলবদের খামখেয়ালিপনায় তা পণ্ড হতে চলেছে। জানা যাচ্ছে ইসরোর বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার (ভিএসএসসি) জানুয়ারী ২০১৯-এ সিজিসিআরআইকে বলেছিল দেশীয় কৃৎকৌশল উদ্ভাবনের দ্বারা পাঁচ রকমের অপটিক্যাল গ্লাস তৈরি করে সরবরাহ করার জন্য সে জন্য ভিএসএসসি কাণ্ড স্পনসরও করবে। সুদূরপ্রসারী চিন্তায় স্পেস গবেষণায় অপটিক্যাল খণ্ডগুলি কাজে লাগাতে ভিএসসেসি'র এই উচ্চকাঙ্ক্ষা। কারণ এই গ্লাস জার্মানির সকট থেকে আমদানি করতে হয় অত্যাধিক মূল্যে। তাছাড়া এই সব সামগ্রী পেতে যথেষ্ট সময় লেগে যায়, যা গবেষণার সুদূরপ্রসারী ভাবনাকে মার খাইয়ে দেয়। কারণ যে সময় নির্দিষ্ট করে কাজে অগ্রসর হওয়ার কথাছিল, তা বানচাল হয়ে যায়। বিজ্ঞানীকে নিযুক্ত করে সিজিসিআরআই এর প্রজেক্টে কাজ শুরু করে এবং এই গ্লাস গবেষণাগারে তৈরি করে ভিএসএসসি'র অনুষ্ঠান অর্জন করে। বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক সাফল্য আস্থা রেখে ইন্ডিয়ান স্পেন রিসার্চ-এর বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার সিজিসিআরআই'কে ২০ কোটি টাকা স্পনসরও করে। কিন্তু এরপরই ড. মুরলীধরণ হঠাৎই এবথর ১ জানুয়ারি দু'জন সবচেয়ে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী, যাঁরা বিশ বছর ধরে গ্লাস নিয়ে গবেষণা করে এসেছেন তাঁদের দু'জনকে বদলি করে দু'জন কনিষ্ঠ বিজ্ঞানীকে নিযুক্ত করেন। বরিষ্ঠ দুই বিজ্ঞানীকে বদলি করার জন্য আগে থেকে তাঁদের জানানোরও প্রয়োজন বোধ করেননি তুঘলক অধিকর্তা। এবং এটি করা হয়েছে একজন দক্ষিণী বিজ্ঞানীর অহংবোধকে মান্যতা দিতে।

এই ধরনের অবিমিশ্রকারী অধিকর্তার সিদ্ধান্তে ওই প্রকল্পটির (প্রজেক্ট) অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। অধিকর্তা আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকেও বদলি করেন অন্য বিভাগে। এবং শেষ পর্যন্ত ইয়ং সায়েন্টিস্ট (যুব বিজ্ঞানী) পুরস্কারে ভূষিত প্রজেক্টের গুরুত্বপূর্ণ সহ প্রকল্প অনুসন্ধানকারীকেও এমন এক নয়া বিভাগে বদলি করেন, যেখানে তাঁর অভিজ্ঞতা কোনও কাজ দেবে না। করোনাকালেই জুন মাসের শেষ দিকে ড. মুরলীধরণ এই অপকর্ম করলেন। এরপর দেখা গেল প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পূর্ণ থেমে গিয়েছে। ইসরোও বুঝে গিয়েছে গত এক বছর যাবৎ কাজ থমকে আছে, কারণ ওই সময়ে কোনও রিপোর্ট জমা পড়েনি তাদের কাছে। ইসরো এক বছর ধরে কাজের কোনও অগ্রিগতি না দেখে তাদের বিরক্তি চেপে রাখেনি প্রকল্প পর্যালোচনা করার সময়। যাঁর অহংবোধ বজায় রাখতে ড. মুরলীধরণ প্রকল্পটি মার খাওয়ালেন তাঁকে শেষ পর্যন্ত সরিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁকে গ্লাস এর বিভাদীয় প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে যুবা এক বিজ্ঞানীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছেন জাতীয় স্তরে ও গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পে। কিন্তু এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ অধিকর্তার ভুল পদক্ষেপের ফলে অন্ধকারে নিমজ্জিত। এরপরও এই প্রকল্প থেকে আরও একজন বিজ্ঞানীকে গ্লাস ডিভিশন থেকে আর অ্যান্ড ডি ডিভিশনের বদলি করা হয়েছে তাঁর কেরিয়ার শেষ করতে। দেখা যাচ্ছে ওই প্রকল্পে নিযুক্ত ১২ জন বরিষ্ঠ বিজ্ঞানীর ৫ জনকে বদলি করা হয়েছে। অর্থাৎ ৪২ শতাংশ বিজ্ঞানীকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি বৃহৎ (মগা) প্রকল্প যখন একটি বিভাগে চলছে---২০ কোটির অপটিক্যাল গ্লাস ছাড়াও লেসার গ্লাস (১২ কোটি টাকার), ক্লাডিং গ্লাস (৪ কোটি টাকার) এবং অন্যান্য ছোট প্রকল্প সেখানে বিজ্ঞানীর মধ্যে ৫ জন সবচেয়ে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীকে প্রতিষ্ঠান অন্য বিভাগে কীভাবে বদলে করতে পারে ভাবলে অবাক হতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, অধিকর্তা ইচ্ছে করেই এই প্রকল্পগুলিকে মার খাইয়ে সরকারি টাকা নষ্ট করলেন এবং প্রধানমন্ত্রীর আত্মভর ভারত গড়ার পরিকল্পনায় জলও ঢেলে দিলেন। এরপরও ড. মুরলীধরণ বড় প্রতিষ্ঠানে বড় পদে অধিষ্ঠিত হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। (সৌজন্যে- দৈ :স্টেটসম্যান)

মঙ্গলবার আগরতলায় ওমেন্স কলেজের শিল্যান্যাস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

সুস্থ ও মজবুত গণতন্ত্রের জন্য সংবাদমাধ্যমকে সজাগ এবং সচেতন হওয়ার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী সনোয়ালের

গুয়াহাটি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : সুস্থ ও মজবুত গণতন্ত্রের জন্য সংবাদমাধ্যমকে সজাগ এবং সচেতন হতেই হবে। সংবাদিকদের সরবতা এবং সরকারের সমালোচনা একটি সরকারের জন্য মঙ্গলদায়ক। গণতন্ত্রের চতুর্থস্তম্ভ সংবাদমাধ্যমের প্রতিমূহূর্তে সরকারের কাজকর্মের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। এতে কেবল সরকারই নয়, দেশের প্রত্যেক নাগরিক উপকৃত হন। বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। সোমবার রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের উদ্যোগে গুয়াহাটিতে অবস্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের শ্রীশ্রী মাধবদেব আন্তর্জাতিক মিলনায়তনে আয়োজিত জাতীয় প্রেস দিবসের রাজ্য স্তরের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে এই কথাগুলি বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল বলেন, দেশ তথা দেশের স্বার্থে জনসাধারণকে আরও সজাগ ও সচেতন করার পাশাপাশি তাঁদের মূল্যবোধের ভিত গড়তে উৎসাহিত করতে সাংবাদিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। কোভিড পরিস্থিতিতে জনসাধারণকে সচেতন করা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে করোনা সংক্রমণকে প্রতিহত করতে যে ভূমিকা রেখেছেন তার জন্য সাংবাদিকদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, কোভিড অতিমারিতে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করেও পরিষেবা দিয়ে জনতার স্বার্থে নিষ্ঠা সহকারে কর্তব্য পালন করেছে সাংবাদিককুল।

সাংবাদিকদের বহু সমস্যা আছে, সেই সব সমস্যা উপলব্ধি করে রাজ্যের বর্তমান সরকার বহু প্রকল্প হাতে নিয়েছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামীতে সাংবাদিকদের জন্য আরও প্রকল্প নেবে তাঁর সরকার। বলেন, আমাদের প্রধান লক্ষ্য হল ভারতবর্ষের প্রত্যেক নাগরিককে সম্মানের সঙ্গে জীবন নির্বাহের সুযোগ দেওয়া, মর্যাদা সহকারে উন্নয়নের দিকে ধাবিত করা এবং সকলের স্বাভিমান রক্ষা করা। আমরা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগোব না।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে সংবাদ মাধ্যম যথেষ্ট সহায়তা করছে বলে মুখ্যমন্ত্রী এর পিছনে সাংবাদিকদের অপরিসীম সহযোগিতার প্রসঙ্গও তাঁর বক্তব্যে টেনে এনেছেন।

আজকের অনুষ্ঠানে তেজপুরের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জয়া চক্রবর্তী প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছেন। কোভিডের সংকটকালে একাংশ সাংবাদিকের চাকরি হারানো, বেতন কর্তনের মতো পরিস্থিতির পাশাপাশি বহু সংবাদ প্রতিষ্ঠানকে বিজ্ঞাপনের রাজস্ব হারানোর প্রসঙ্গ এনেছেন বক্তা অধ্যাপিকা চক্রবর্তী। তিনি বলেন, সাংবাদিকতার নীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে সাংবাদিকদের আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করার পাশাপাশি অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে সংবাদগোষ্ঠীকে দৃষ্টি দিতে হবে।

জাতীয় প্রেস দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মিডিয়া উপদেষ্টা হৃষিকেশ গোস্বামী, সাংবাদিক রঞ্জিতকুমার শর্মা। স্বাগত ভাষণ দিয়েছেন তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের কমিশনার-সচিব প্রীতম শইকিয়া। রাজ্যের সাংবাদিকতা এবং সাহিত্য জগতে মূল্যবান অবদানের জন্য সাহিত্যিক পদ্মশ্রী সম্মানিত এলি আহমেদ, সাংবাদিক তথা সাহিত্যিক শিবচরণ কলিতা, প্রবীণ ক্রীড়া সাংবাদিক প্রেমধর শর্মা, ফটো সাংবাদিক তথা লেখক মহেশচন্দ্র মেধি, সাংবাদিক তাপস সমাদ্দার, রঞ্জিতকুমার শর্মা এবং কুঞ্জমোহন রায়কে সংবর্ধনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

স্কুলে জুয়ার আসরের প্রতিবাদ করায়, কাঁকসায় আক্রান্ত বিজেপিকর্মী

দুর্গাপুর, ১৬ নভেম্বর(হি.স.): স্কুলের মধ্যে জুয়ার আসর। আর তার প্রতিবাদ করায় মাথা ফাটল এক বিজেপিকর্মীর। রবিবার বিকালে ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল কাঁকসার বিদবিহার পঞ্চায়েতের কৃষ্ণপুর এলাকায়। আক্রান্ত বিজেপিকর্মী কার্তিক রুইদাস গুরুতর জখম।

ঘটনার অভিযোগে তিনি বলেন,' কৃষ্ণপুর স্কুলে প্রায় দুপুরের পর জুয়ার আসর বসে। এদিন বিকালে তারই প্রতিবাদ করেছিলাম। আপত্তি জানিয়ে বলেছিলাম, স্কুলের মধ্যে জুয়ার আসর কেন? আর তখনই পাশ থেকে এক যুবক কাঠের বাটাম নিয়ে মাথায় আচমকা আঘাত করে। তারপর আর কোন জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান ফিরতেই দেখি গোটা শরীর রক্তে ভেজা। মাথা ফেটে গেছে। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছি। অভিযুক্তের শাস্তি চাই।' আহত বিজেপিকর্মীকে রাত্রে কাঁকসা ব্লক হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। মাথায় ৫-৬ টি সেলাই পড়ে।

বিজেপি নেতা রমন শর্মা অভিযোগ করে বলেন,' অভিযুক্তরা তৃণমূলকর্মীরা। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবী জানাচ্ছি।'

অন্যদিকে তৃণমূলের কাঁকসা ব্লক সভাপতি দেবদাস বক্সী বলেন, 'খবর নিয়ে দেখা হয়েছে। ওই ঘটনার সাথে তৃণমূলের কেউ জড়িত নেই।' পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

পশ্চিমবঙ্গে একদিনে করোনায় আক্রান্ত ৩,০১২ জন

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি. স.) : করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। এরই মাঝে সোমবার শহরবাসী মেতেছে ভাইফোঁটার শুভলগ্নে। কিন্তু অন্যদিকে ক্রমাগত আতঙ্ক দিচ্ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। যদিও গত কয়েকদিনে তুলনায় কিছুটা কমেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৩,০১২ জন সোমবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিনে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনের মাধ্যমে আরও জানা যাচ্ছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হলেন ৩,০১২ জন। ফলে রাজ্যে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪,৩৪,৫৬৩ জন। একদিনে করোনাকে হারিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৪,৩৭৬ জন। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩, ৯৮,৯৫২ জন। সংক্রমিতের নিরিখে এখনও পর্যন্ত ৯১.৮১ শতাংশ মানুষ করোনাকে হারিয়ে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছেন। নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৫৩ জনের। রাজ্যে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৭,৭১৪জন। এই মুহূর্তে বাংলায় কোভিড-১৯ সক্রিয় রয়েছে ২৭,৮৯৭ জনের শরীরে। রাজ্যে মোট ৫২,৫৬,৯২৪টি করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৮,১২৭ স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে করোনার।

হেমল্যান্ডে লুকিয়ে থাকা ১৫২ জন পাকিস্তানি জঙ্গিকে খতম করল আফগানিস্তান

কান্দাহার, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): হেমল্যান্ডে লুকিয়ে থাকা ১৫২ জন পাকিস্তানি জঙ্গিকে খতম করলেন আফগানিস্তানের নিরাপত্তরক্ষীরা। গত কয়েকদিন ধরে অভিযান চালিয়ে আফগানিস্তানের নিরাপত্তারক্ষীরা নিকেশ করেছে হেমল্যান্ডে লুকিয়ে থাকা ১৫২ জন পাকিস্তানি জঙ্গি। রবিবার আফগানিস্তানের ইন্টিরিয়র অ্যাফেয়ার মিনিস্ট্রির মুখপাত্র তারিক আরিয়ান একটি সাংবাদিক বৈঠকে সম্প্রতি আফগানিস্তানের নিরাপত্তারক্ষীরা কতজন তালিবান জঙ্গিকে নিকেশ করেছেন তার একটি তালিকা পেশ করে এই তথ্য জানান তিনি।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা

ছয়ের পাতায়

রায়গঞ্জে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অস্বাভাবিক মৃত্যু। সোমবার রায়গঞ্জ থানার কর্ণজোড়া ফাঁড়ির শেরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দাউদপুর গ্রামে কবিতা সরকার (১৮) নামে এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তিনি খোকসা হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী।প্রেমের সম্পর্কে টানাপোড়েনের জেরেই কবিতা এ কাজ করেছে বলে অনুমান তাঁর পরিবারের। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কর্ণজোড়া ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। পাশাপাশি ওই ছাত্রীর ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

ছাত্রীর ঘর থেকে কয়েকটি প্রেমপত্র পাওয়া গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে পরিবারের ধারণা, এদিন সকালে কবিতার সঙ্গে তাঁর প্রেমিকের কথা কাটাকাটি চলছিল। তার জেরেই এই চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেয় সে। মৃত ছাত্রীর বাবা ঝন্টু সরকার ও মা আশা সরকার জানান, তাঁদের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে একটি ছেলের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি সেই সম্পর্কে কিছুটা সমস্যা হয়েছিল। তবে কবিতা এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলেনি। রায়গঞ্জ থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ছাত্রীর বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া প্রেমপত্র ও মোবাইল ফোন খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হাফলঙে উদযাপিত জাতীয় প্রেস দিবস, সংবর্ধিত জেলার সাংবাদিকরা

হাফলং (অসম), ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : সমগ্র দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে হাফলঙেও সোমবার জাতীয় প্রেস দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এদিন হাফলং প্রেস ক্লাব ও ডিমা হাসাও জার্নালিস্ট ইউনিয়নের উদ্যোগে এবং জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের সহযোগিতায় হাফলং লেডিজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ভবনে জাতীয় প্রেস দিবসের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এ-বছর জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের থিম ছিল কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাব এবং সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা। এদিন হাফলঙে কোভিড ১৯ অতিমারির প্রভাব এবং সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা চক্রে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. দিপালী বর্মন। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন হাফলং প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব দেব। হাফলং প্রেস ক্লাবের সভাপতি সূর্য থাওসেনের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্রে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেছেন তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক পূরবী ফংলো বড়ো, ডিমা হাসাও জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্মল সিং, সাংবাদিক সামসুল আলম, পঙ্কজ তিমুং, এল কে হেংনা, আলিশা নুনিসা প্রমুখ।

জাতীয় প্রেস দিবসের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এসডিআইপিআরও পূর্ণিমা দাওলাগাপু সহ জেলার সকল সাংবাদিক। এদিন জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকল সাংবাদিককে সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি হাফলং রেডক্রস সোসাইটির পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

কাঁকসায় খিচুড়ী খাওয়া নিয়ে দুই পাড়ার সংঘর্ষ, জখম ৬

দুর্গাপুর, ১৬ নভেম্বর(হি.স.): খিচুড়ী খাওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পাড়ার মধ্যে বিবাদ থেকে সংঘর্ষ। ঘটনায় আহত হয়েছে জনা ছ''য়েক যুবক। নিজের পরিবারের ওপর হামলার অভিযোগ তুলছেন খোদ পঞ্চায়েত প্রধান। রবিবার রাত্রে ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল কাঁকসার দক্ষিন ক্যানেলপাড় এলাকায়। পঞ্চায়েত প্রধানের ও তার স্বামীর আচরণে ক্ষোভ উগরে দিল এলাকাবাসী।

ঘটনায় জানা গেছে, কাঁকসা পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ক্যানেলপাড়। ওই এলাকায় পঞ্চায়েত প্রধান শুক্লা সিংয়ের বাড়ী। গতকাল রাত্রে কালীপূজো উপলক্ষে খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানোর অনুষ্ঠান চলছিল। ওই সময় পাশের পাড়ার কয়েকজন যুবক খিচুড়ী খেতে যায়। খিচুড়ী খেতে যাওয়ায় পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর সঙ্গে বচসা হয়। তারপর তাদের মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পাল্টা আক্রান্ত যুবকদের পাড়ার লোকজন চড়াও হয় বলে অভিযোগ। চলে দুপক্ষের বচসা থেকে মারপিট। আহত হয় দুপক্ষের ছ''জন।

ঘটনায় জখম এলাকার এক যুবক ধীরাজ পণ্ডিত বলেন, আমাদের পাড়ার দুই যুবক খিচুড়ি খেতে গিয়েছিল। সেই সময় তাঁদের বহিরাগত লোক নিয়ে মারধর করে প্রধানের স্বামী। ওই ঘটনায় এলাকার বাসিন্দারা প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল। তখন ফের বহিরাগতদের নিয়ে আমাদের ওপর চড়াও হয়। পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী।' যদিও পঞ্চায়েত প্রধান শুক্লা সিং বলেন,' পাড়ার যুবকদের মধ্যে মোবাইল ফোন নিয়ে কোন বচসা হচ্ছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়েছিল স্বামী। সামালও দেয়। তখনকার মত স্বাভাবিক হলেও পরে প্রায় ৩০-৪০ জন যুবক আমাদের বাড়ীতে চড়াও হয়। স্বামীকে মারধর করে। ছেলে-মেয়েকে মারধর করে। পুলিশকে জানিয়েছি।'

এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। এবং পরিস্থিতি সামাল দেয়। পরদিন অর্থাৎ সোমবার এলাকার মহিলারা পঞ্চায়েত প্রধান ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন। ক্ষুব্ধ মহিলারা বলেন,' এলাকাবাসীর আবেদন শোনেন না। অথচ পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর অফিসে মদের ঠেক বসে। বহিরাগত লোকজনের আনাগোনা হয়। প্রধানের স্বামীর হুমকি আর আচরনে আতঙ্কিত। তাই সুবিচার চাই।'

যদিও প্রধান শুক্লা দেবী অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা বলেন,' প্রায়ই আমাদের ওপর হুমকি আসে। অফিস যাওয়ার সময় হুমকি দেয়। আতঙ্কিত আমরা।'

কাঁকসা থানার পুলিশ জানিয়েছে, 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুজনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

গণ ফেঁটার আয়োজন ঝাড়গ্রামে

ঝাড়গ্রাম, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): সুরক্ষার দায়িত্বে রয়েছে তারা, জনগণের সুরাক্ষা তাদের হাতে শারদীয়ার আনন্দ হোক বা অন্যান্য আনন্দ অনুষ্ঠান কোনও কিছুতেই তারা যোগদান করতে পারেন না। কারণ তাদের উপর গুরুদায়িত্ব, তারা যে পুলিশ। কিন্তু ভাইফেঁটাতেও মন কেমন করে, মন চলে যায় বাড়ির দিকে বোনের হাতে ফেঁটা নেওয়ার জন্য মন থাকে ব্যাকুল কিন্তু তাতেও কিছু করার থাকে না। দায়িত্বে তাদের অটল থাকতেই হয়। সোমবার ভাইফেঁটার দিন গণ ফেঁটার আয়োজন করেছিল একটি সংস্থা। সেই ফেঁটা নিয়ে রীতিমতো আপ্লুত বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশেরা। এদিন মাধুকরী সাংস্কৃতিক মঞ্চের এই উদ্যোগে এই গণভাইফেঁটার আয়োজন করা হয়েছিল ঝাড়্গাম জেলার বেলিয়াবেড়া থানাতে। এদিন মোট থানার ওসি সৌরভ ঘোষ সহ মোট ১৮ জন পুলিশ কর্মীকে ভাইফেঁটা দেন। তারপর চকলেট এবং মিষ্টি দিয়ে তাদেরকে আভ্যর্থনা করা হয়।

ছয়ের পাতায়

পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে অসম সরকার, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে নির্ধারিত ১০ কোটির মধ্যে ইতিমধ্যে আট কোটি বৃক্ষরোপণ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। সোমবার ভিবজিওর এনই ফাউন্ডেশন আইআইটি গুয়াহাটি এবং ইউএন এনভায়রনমেন্টের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে এই তথ্য দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আইআইটি গুয়াহাটিতে পঞ্চম নর্থ-ইস্ট গ্রিন সামিটের উদ্বোধন করে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গৃহীত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। তিনি বলেন, পারিপার্শকি ভারসাম্য নষ্ট করে কোনও জায়গার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই রাজ্য সরকারের নির্ধারিত ১০ কোটির মধ্যে ইতিমধ্যে আট কোটি বৃক্ষরোপণ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এতে রাজ্যের পরিবেশ সন্তুলন অটুট থাকবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি। পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নর্থ-ইস্ট গ্রিন সামিটের গুরুত্বের ওপর বক্তব্য পেশ করে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নীতি প্রণয়নকারী, পরিবেশ নিয়ে কাজে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, গবেষক, রাজনীতিবিদদের নিয়মিত পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনাচক্রের আয়োজন করতে অনুরোধ জানান মুখ্যমন্ত্রী। এতে পারিপার্শকি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ পদক্ষেপ নিতে বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে বলে দাবি করেছেন তিনি।

অনুষ্ঠানে স্বগত ভাষণ দিয়েছেন আইআইটি গুয়াহাটির অধিকর্তা টিজি সীতারাম এবং শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায় অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। ছিলেন কেন্দ্রীয় খাদ্য সংসাধন দফতরের প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, রাজ্যের শিল্প ও উদ্যোগ মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, মণিপুরের সাংসদ রাজকুমার রঞ্জন সিংহ।

ভারতে বাংলাদেশের প্রেস মিনিস্টার হিসেবে নিয়োগ পেলেন বিএফইউজে মহাসচিব শাবান মাহমুদ

কিশোর সরকার

ঢাকা, ১৬ নভেম্বর, (হি.স) : বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের(বিএফইউজে) মহাসচিব শাবান মাহমুদকে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাই কমিশনের প্রেস মিনিস্টার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সোমবার এই নিয়োগ দিয়ে বাংলাদেশের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ-আদেশ জারি করা হয়েছে। আদেশে বলা হয়েছে, সাংবাদিক শাবান মাহমুদকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে দুই বছর মেয়াদের বাংলাদেশ হাইকমিশন, নয়াদিল্লি, ভারত-এ মিনিস্টার (প্রেস) পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হল। এই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের শর্তাবলী অনুমোদিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত হবে বলেও আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, শাবান মাহমুদ দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের বিশেষ প্রতিনিধি ছাড়াও বাংলাদেশের সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠনের গুরুত্বপূর্ন পদে দায়িত্বপালন করছেন।

এলাহি আয়োজনে ভাইফেঁটা সারলেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি স): ভাইফেঁটা শুভ লগ্নে মেতে উঠেছে শহরবাসী। রাজ্যের নেতা-মন্ত্রী থেকে সাধারণ মানুষ করোনা আবহে ভাইফেঁটার আনন্দে গা ভাসিয়েছে সকলে। আর সেই তালিকা থেকে বাদ যাননি দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুও। সোমবার ভাইফেঁটার শুভলগ্নে এলাহী আয়োজনে ভাইফেঁটা সারলেন সুজিত বসু।

কথিত আছে আজকের দিনেই বোন যমুনার হাত থেকে ফেঁটা নিয়ে অমরত্ব লাভ করেছিলেন মৃত্যুর দেবতা যমরাজ। তখন থেকেই ভাইফেঁটার প্রচলনের শুরু। এদিনটি বোনেরা ফেঁটা দিয়ে তাদের ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে। আর তাই নেতা-মন্ত্রীদের দীর্ঘ আয়ু কামনা করতে তাদের বোন দিদিরা এদিন দিলেন ভাইফেঁটা। একেবারে এলাহী আয়োজনে ভাইফেঁটা নিলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। এদিন সুজিত বসুর ভাইফেঁটার মেনুতে ছিল ভাত, পমফ্রেট মাছ, ইলিশ মাছ ভাজা, মাছের মাথা দিয়ে ডাল, তরকারি, পাবদা মাছ, ইলিশ মাছের ঝোল, গলদা চিংড়ি, মাংস, চাটনি।

ফেঁটা নেওয়ার পর সুজিত বসু বলেন, "আজকের দিনটি একটি বিশেষ দিন। বোনরা আজ রান্না করে এনেছে। প্রতিবছরই নিয়ে আসে। এই দিনটি আমার কাছে বড় প্রাপ্তি"।

ভাইফেঁটার দিন গড়ফায় যুবকের ঝুলন্ত দেহ

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি স): সোমবার সকাল থেকেই শহরবাসী মেতেছে ভাইফেঁটার শুভক্ষণে। কিন্তু আনন্দের মাঝেই অন্ধকার নেমে আসলো গড়ফায়। সোমবার গড়ফা থানা এলাকার একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার ২৩ বছরের এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ।

জানা যাচ্ছে, ২৩ বছরের ওই যুবকের নাম উৎকর্ষ রাজ রাজ। হেরিটেজ কলেজের কম্পিউটার সায়েন্সর ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ছিলেন তিনি। দুই বন্ধুর সঙ্গে গড়ফা থানা এলাকার একটি বাড়িতে থাকতেন তিনি। সোমবার গড়ফার ওই বাড়ি থেকেই ঘরের মধ্যে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলতে দেখা যায় ওই ছাত্রকে। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। কি কারণে আত্মহত্যা করলেন ওই যুবক তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বাঁশদ্রোণীতে ফেঁটা দিলেন মালা রায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি স):সাধারণ মানুষের পাশাপাশি করোনা আবহে ভাইফেঁটার শুভক্ষণে মেতে উঠেছে রাজনীতিবিদরাও। সেই তালিকা থেকে বাদ যায়নি তৃণমূল সাংসদ মালা রায়ও। প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরই বাঁশদ্রোণীতে ভাইয়ের বাড়িতে ফেঁটা দিতে যান মালা রায়। দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। কিন্তু তবুও চলতি বছর ভাইফেঁটায় পরেনি ভাঁটা। ভাইদের মঙ্গল কামনায় ফেঁটা দিয়েছেন তাদের বোনেরা। আর তাই এই বছরও প্রতি বছরের ন্যায় বাঁশদ্রোণীতে ভাইয়ের বাড়িতে ফেঁটা দিতে যান মালা রায়। তিন ভাইয়ের জন্য নিজেই পছন্দ করে মিষ্টি কিনেছেন তৃণমূল সাংসদ। এমনকি মালা রায় উপহারও পেয়েছেন ভাইদের কাছ থেকে।

ভাইফেঁটার দিন আত্মঘাতী যুবক

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি স): করোনা আবহের মাঝেই সোমবার ভাইফেঁটার আনন্দে মেতে উঠেছে শহরবাসী। এরই মাঝে ভাইফেঁটার দিন আত্মঘাতী যুবক। সোমবার শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লাইনের একটি স্টেশন থেকে উদ্ধার হয়েছে যুবকের মৃতদেহ।

পুলিশ সূত্রে খবর, ক্যানিং থানার অন্তর্গত নোনাঘেরি এলাকার বাসিন্দা বঙ্গবাসী কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আত্মঘাতী যুবক দিগন্ত সরকার। জানা গেছে এদিন বাড়ি থেকে স্নান করে বেরিয়ে যায় ওই যুবক। ওই যুবক বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে

ছয়ের পাতায়

ছট পূজা উদযাপনে গাইড লাইন জারি কামরূপ মহানগর প্রশাসনের

গুয়াহাটি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : ছট পূজা উদযাপনের জন্য বিশেষ গাইড লাইন জারি করেছে কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসন। এবার বহু নিয়মনীতির মাধ্যমে উদযাপন করতে হবে ছট পূজা। ইতিমধ্যে এ সংক্রান্ত বিশেষ গাইড লাইন জারি করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন কর্তৃক জারিকৃত বিশেষ গাইড লাইনে বলা হয়েছে, ছট পূজা উদযাপনের সময় অবশ্যই মাস্ক পরিধান করতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পূজাস্থলে এক পরিবারের সর্বাধিক পাঁচজন সদস্য অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এতে আরও বলা হয়েছে, কেবল ধর্মীয় নিয়মাবলি ছাড়া কোনও ধরনের সামাজিক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলা ইত্যাদির আয়োজন চলবে না। এছাড়া ছট পূজাস্থল বা এর আশপাশে কোনও ধরনের খাদ্য-বিপণি অন্য স্টল খোলা এবং পুজোমণ্ডপ তৈরির অনুমতি দেওয়া হবে না। গাইড লাইনে বলা হয়েছেস সব ছট পূজাস্থলে অ্যাম্বুলেন্স মজুত রাখতে হবে।

পূজার সময় বেসরকারি ফেরি বা নৌকা ব্যবহারেও জেলা প্রশাসন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে। তাছাড়া প্লাস্টিক এবং থার্মোকেল ব্যবহার করতে হলে জেলা প্রশাসনের অগ্রিম অনুমতি নিতে হবে সংশ্লিষ্ট পূজা আয়োজকদের। এছাড়া এ-বছর গুয়াহাটির উজানবাজার থেকে ভরলুমুখ পর্যন্ত এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদের তীর, চানসালি, পাণ্ডু ঘাট, মালিগাঁও রেলওয়ে স্টেডিয়াম, বীরুবাড়ি ফিশারি, বশিষ্ঠ, লালমাটি, খানাপাড়া ফার্মগেট, হাতিগাঁও, জ্যোতিকুচি, নারেঙ্গি, পাথরকোয়ারি, আজারা এবং চন্দ্রপুরে ছট পূজার আয়োজন করার অনুমতি দিয়েছে কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসন।

ভাইফেঁটার অনুষ্ঠানে মাতলেন রাহুল সিনহাও

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি. স.): শহরজুড়ে ভাইফেঁটার মরশুম। সকাল থেকেই ভাইদের মঙ্গল কামনায় ফেঁটা দিচ্ছে বোনেরা। আর সেই তালিকা থেকে বাদ গেলেন না বিজেপি নেতা রাহুল সিনহাও। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভাইফেঁটা শুভলগ্নে মেতে ওঠেন রাহুল সিনহাও।

পুরাণ অনুসারে, আজকের দিনেই বোন যমুনার হাত থেকে ফেঁটা নিয়ে অমরত্ব লাভ করেছিলেন মৃত্যুর দেবতা যমরাজ। তখন থেকেই ভাইফেঁটার প্রচলনের শুরু। যদিও অন্য একটি মতে, দৈত্য নরকাসুরকে বধ করার পর শ্রীকৃষ্ণর কপালে ফেঁটা দিয়েছিলেন বোন সুভদ্রা। তখন থেকেই ভাইফেঁটার উৎপত্তি। আর তাই এদিন দিদিরা ভাইয়ের কপালে ফেঁটা দিয়ে তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করে। সেই তালিকা থেকে বাদ যাননি রাহুল সিনহাও। রাহুল সিনহার বাড়িতে বোনেরাও ব্যস্ত তাঁকে ফেঁটা দিতে। অন্যদিকে, এদিন বিজেপির হেস্টিংস কার্যালয়ে উৎসবের আমেজ। প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও বিজেপি মহিলা মোর্চার তরফে আয়োজন করা হয়েছে ভাইফেঁটার। বোন রূপে দিলীপ ঘোষের দীর্ঘায়ু কামনা করলেন অগ্নিমিত্রা পাল।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

ক্যালোরি গ্রহণ কমালে কি আয়ু বাড়বে?

ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রা কমালে তা বার্ধক্যজনিত রোগ ব্যধির ঝুঁকি কমায়। এমনকি তা মানুষের আয়ু বাড়াতেও সহায়ক হতে পারে। সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে এমন তথ্য জানা যায়।

গবেষকরা জানান, দুই বছরের জন্য দৈনিক ক্যালোরি গ্রহণের পর ১৫ শতাংশ কমিয়ে আনলে মানুষের পরিপাক ক্রিয়াও ধীরগতি লাভ করে। এর ফলে দেশের শক্তি অপচয় এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হ্রাস পায়। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মূলত কোষ ধ্বংস হয়। আর এই ধীরগতিতে পরিপাক ক্রিয়া ও অক্সিডেটিভ স্ট্রেসহ হ্রাস ডায়াবেটিস ক্যানসারের মতো বিভিন্ন বার্ধক্যজনিত রোগের ঝুঁকিও কমাতে সহায়ক।

গবেষকরা ৫৩ জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের উপর ক্যালোরির প্রভাব পরীক্ষা করেন। এদের প্রথমে দুই দলে ভাগ করা হয়। একদলকে স্বাভাবিক পরিমাণের ক্যালোরিগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়, অপর দলের জন্য ক্যালোরি গ্রহণেণ মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেন গবেষকরা।

দুই বছর পর তাদের পরীক্ষাগারে হাজির করা হয়। দেখা যায়, যারা ক্যালোরি কম গ্রহণ করেছেন তারা গড়ে ২০ পাউন্ড করে ওজন হারিয়েছেন। তাছাড়া স্বাভাবিকের তুলনায় তারা দৈনিক ৮০ থেকে ১২০ ক্যালোরি কম খরচ করছেন। পাশাপাশি তাদের অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের হার কমে গেছে।

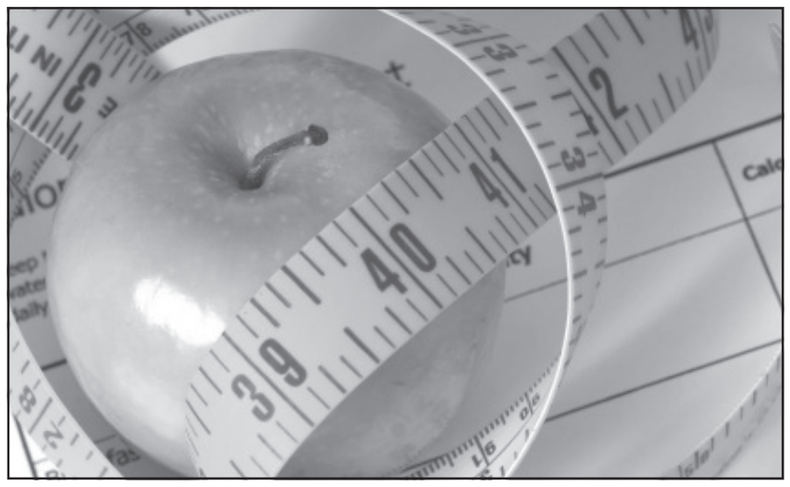

গত দু'বছরে তাদের মধ্যে হজম সংক্রান্ত রোগ কমক দেখা দিয়েছে। রক্তস্বল্পতা বাহাড়ের ক্ষয়রোগও দেখা দেয়নি কারো। নারীদের মধ্যে মাসিকের তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা ঘটেনি।

গবেষকদের মতে, ধীরগতির পরিপাকক্রিয়ার কারণেই অন্যদের তুলনায় কার্যকরী উপায়ে তারা ক্যালোরি খরচ করতে পারছেন। গবেষকরা বলেন, তুলনামূলক কম ক্যালোরি গ্রহণ মানুষের মধ্যে রোগ ব্যাধির ঝুঁকি কমিয়েছে এটা সত্যি, কিন্তু মাত্র দুই বছরে প্রাপ্ত তথ্য এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যথেস্ট নয়। ভবিষ্যতে এবিষয়ে আরওঅনেক গবেষণার। প্রয়োজন।

ক্যালোরি গ্রহণের সঙ্গে মানুষের আয়ুর সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণাটি পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের লুসিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির বায়োমেডিকেল রিসার্চ সেন্টারের গবেষকরা। 'সেল মেটানোলিজম' শীর্ষক গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করে জার্নাল 'সায়েন্স ডাইরেক্ট'।

ডেঙ্গু-এর প্রভাব বাড়ছে

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ক্যান্সার জাতীয় কোন অসুখের উপসর্গ মাত্র। সিংহভাগ জ্বরই ভাইরাস সংক্রামিত এবং তা চিকিৎসা না করালেও ভাল হয়ে যায়। ভাইরাসবাহিত জ্বর সাধারণত ৫ থেকে ৮ দিন স্থায়ী হয়। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত জ্বর সারাতে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয়। সময়মতো কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা না করালে এ জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। তবে জ্বর যদি ৩ সপ্তাহের চেয়ে বেশি স্থায়ী হয় তবে তাকে বলা হয় পি. ই উ. ও (পাইরেক্সিয়া অব আনোন অরিজিন)। জ্বরকে ইংরেজিতে পাইরেক্সিয়া বা ফিভার বলা হয়। যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, হৃদপিণ্ডের ভালভে প্রদাহ, শরীরের কোনো জায়গায় পুঁজ জমে যাওয়া, লিম্ব গ্র্যান্ড বা গ্রন্থির ক্যান্সার, লিউকেমিয়া কিংবা রক্তকণিকার ক্যান্সারের কারণে জ্বর ৩ সপ্তাহের চেয়েও বেশি স্থায়ী হতে পারে।

জ্বরের কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। তবে শরীরের তাপমাত্রা যদি ৯৯.৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৩৭.৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) এর বেশি হয় তাকে জ্বর বা ফিভার বলা হয়। সারাদিন রাতে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা, কখনও স্থির থাকে না। সকালের দিকে তাপমাত্রা কিছটা কম থাকে এবং বিকাল চারটা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে স্বাভাবিক মানুষের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পায়।

জ্বর মাপতে হয় থার্মোমিটার দিয়ে। সাধারণত মুখগহ্বর বা পায়ুপথে থার্মোমিটার রেখে জ্বরের তীব্রতা মাপা হয়। বগলে কখনো তাপমাত্রা মাপা উচিত নয়, কারণ বগলের তাপমাত্রা কখনো অন্তস্থ তাপমাত্রা সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারে না। মুখগহ্বরের তাপমাত্রা পায়ুপথের তাপমাত্রা থেকে ০.৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট কম হয়।

জ্বরের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। বেশির ভাগ জ্বরেরই কারণ খুঁজে বের করা কঠিন। কারণ অজ্ঞাত থাকার জন্য চিকিৎসা নিয়েও বিভ্রান্তি । তবে জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হলে বিস্তৃত ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা যায়। জ্বর এ মাপের ও বেশি স্থায়ী হলে টিবি কিংবা কালাজ্বরের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

ডেঙ্গু ঃ মাত্র ক'বছর আগেও বাংলাদেশে এই রোগটি ছিল অপরিচিত। কিন্তু এই ভাইরাস পরিবাহিত রোগটি ইদানীং সব মানুষের কাছে একটি আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে। ডেঙ্গু একটি ভাইরাস সংক্রামিত রোগ। এ পর্যন্ত চার প্রকারের ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো ডেন ১, ২, ৩ ও ৪। এডিস অ্যাজেপটি নামের এক প্রকার মশার কামড় থেকে এ রোগটি বিস্তৃতি লাভ করে। এ রোগের সুপ্তিকাল ২-৭ দিন।

উপসর্গ অনুযায়ী ডেঙ্গুকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। * উপসর্গবিহীন ডেঙ্গু জ্বর, * ডেঙ্গু ফিভার, * ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার।

এই তিনটি পর্বের মধ্যে ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার হলো সবচেয়ে মারাত্মক। এর থেকে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। হিমোরেজ কথার অর্থ হলো রক্তক্ষরণ। প্রথম পর্বের ডেঙ্গুতে তেমন কোন উপসর্গই থাকে না। রোগী বুঝতেই পারে না, তখন যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলো আর কখনইবা রোগটি ভাল হয়ে গেল।

ডেঙ্গু ফিভার ঃ জ্বর দিয়ে এই পর্বের ডেঙ্গু প্রথম শুরু হয়। জ্বরের সাথে যেসব উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলো হলো ঃ * মাথা ব্যথা, * শরীর ব্যথা, * ত্বকের মধ্যে লালচে ফুস্কুরি ওঠা * চোখের পেছনে ব্যথা।

এই অসুখে রক্তের শ্বেতকণিকা এবং প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা কমে দেয়। তাই অনেক সময় ডেঙ্গুকে ব্রেক বোন ফিভার বা হাড়ভাঙা জ্বর বলা হয়। অনেক সময় ডেঙ্গুতে দুই বার রোগীর জ্বর হতে পারে। দেখা গেল মাঝখানের দু'তিন দিন রোগীর কোন জ্বরই নেই। সাধারণত চতুর্থ এবং পঞ্চম দিন অনেক রোগীর দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়। এরপর ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম দিন থেকে দেহের তাপমাত্রা দ্বিতীয় বারের মতো আবার বাড়তে শুরু করে। ডেঙ্গু জ্বর একদম ভাল হয়ে যাওয়ার পরও রোগী পরবর্তী দু'তিন সপ্তাহ অতিরিক্ত অবসাদে ভুগে থাকে।

ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিচার ঃ ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গের সাথে ত্বকের নিচে রক্তপাত, নাক অথবা দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্তপাত অথবা পাকস্থলি থেকে রক্তপাত হলে তাকে হিমোরেজিক ডেঙ্গু বলা হয়। এসব রোগীর হাতে ব্লাড প্রেসার মাপার সময়, যদি প্রেসার বাড়িয়ে বস্তুটি পাঁচ মিনিট যথাস্থানে রেখে দেওয়া হয় তবে ত্বকের নিচে তাৎক্ষণিকভাবে ছোট ছোট রক্তপাত দৃশ্যমান হয়। এটি রোগ শনাক্তকরণের একটি পদ্ধতি। একে বলাহয় পজেটিভ টরনিকুয়েট টেস্ট। এছাড়া ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারে রক্তে প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। স্বাভাবিক একজন মানুষের রক্তে দেড় থেকে তিন লাখের মতো অণুচক্রিকা থাকে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের আরেকটি জটিলতা হলো রক্তনালি থেকে রক্তের জলীয় অংশ বা প্লাজমা টিস্যুতে বের হয়ে আসা। এতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে যেমন বুক বা পেটে জল জমে যেতে পারে। প্লাজমা স্বল্পতার জন্য রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায়। রক্তকণিকার আপেক্ষিক ঘনত্ব বেড়ে যাওয়াকে বলা হয় হাই হিমাটোক্রিট। ডেঙ্গু হিমোরেজিক কিভাবে সাধারণত হিমাটোক্রিট স্বাভাবিকের চেয়ে ২০ শতাংশ বেড়ে যায়।

ডেঙ্গু শক সিনড্রোম ঃ ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের সাথে রোগীর যদি নিম্নলিখিত উপসর্গগুলো থাকে তবে তাকে বলা হয় ডেঙ্গু শক সিনড্রোম। এটি হলে ডেঙ্গু রোগীর সবচেয়ে মারাত্মক লক্ষণ। যেসব উপসর্গগুলো দেখলে বুঝা যায় রোগীর ডেঙ্গু শক বা অভিঘাত হয়েছে সেগুলো হলো ঃ * অস্থিরতা, * দ্রুত এবং দুর্বল নাড়ি গতি * রক্তচাপের সিস্টোলিপ ও ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসারের ব্যবধান যদি ২০ মিলিমিটার অব মারকারির চেয়ে কমে যায়। সাধারণত এ ব্যবধান ৪০ মিলিমিটার অব মারকারির মতো হয়ে থাকে। * হাত-পা যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ডেঙ্গু রোগের তিনটি ধাপ রয়েছে। এগুলো হলো ঃ * ফেবরাইল বা জ্বরকালীন সময় --- ১-৭ দিন, * অ্যাফেবরাইল ফেইস বা জ্বর সেরে যাওয়ার অব্যাহতি সময় ২-৩ দিন, * কনভ্যালেসেন্ট ফেইস বা রোগমুক্তিকাল-৭-১০ দিন।এই তিনটি ধাপের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক সময় হলো দ্বিতীয় ধাপ বা অ্যাফেবরাইল ফেইস। জ্বর ভাল হয়ে যাওয়ার পর দুতিনদিন এই স্তরটি স্থায়ী হয়। ডেঙ্গু জ্বরের প্রায় সব রকমের জটিলতা এই সময়টিতে শুরু হয় এবং তা কখনো কখনো রোগীর মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারকে ৪টি গ্রেডে ভাগ করা হয়। গ্রেড-১ ঃ এই পর্যায়ে রোগীর জ্বরের সাথে মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা, চোখ ব্যথা এবং শরীরে ফুস্কুরি দেখা দেয়। রক্তে প্ল্যাটিলেটের সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। গ্রেড -২ ঃ গ্রেড ওয়ানের উপসর্গগুলোর সাথে যদি রক্তপাত দৃশ্যমান হয় তবে তাকে বলা হয় গ্রেড টু ডেঙ্গু জ্বর। গ্রেড -৩ ঃ এ পর্যায়ে রোগীর নাড়ি গতি চঞ্চল হয় এবং ব্লাড প্রেসার কমে যায়।

স্মরণ শক্তি বাড়ানোর কিছু বৈজ্ঞানিক কৌশল

আমরা অনেক সময় অনেক কিছু মনে রাখতে পারি না, ভুলে যাই। বিশেষ করে বাজারে গেলে বা কোনো কিছু কিনতে গেলে এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে। কারো ক্ষেত্রে কম, কারো ক্ষেত্রে বেশি। সবার মনে রাখার ক্ষমতা বা স্মরণশক্তি এক রকম থাকে না। আমরা গ্রিক বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এ তথ্য পাই যে মানুষের মস্তিষ্কের ১৪ বিলিয়ন স্নায়ুকোষ একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে একটা ইলেকট্রো কেমিক্যাল চক্র তৈরি করে, একে এনগ্রাম বলে।

প্রতিটা এনগ্রাম এর পথই হল স্মরণশক্তি। জেনেটিক বিজ্ঞানীরা বলেন, পিতামাতার স্মরণশক্তি বা মেধাশর্ক্তি বেশি থাকলে সন্তানরাও সে রকম হয়। এজন্য স্মরণশক্তির বংশগতির বৈশিষ্ট্যের একক জিনের ওপর শতকরা ৬০ ভাগ নির্ভরশীল। বাকি ৪০ ভাগগ পরিবেশ, পুষ্টিকর খাদ্য ও মস্তিষ্কের চর্চার ওপর নির্ভর করে। গবেষকদের মতে, কোনো শিশু কম বুদ্ধি বা কম স্মরণশক্তিসম্পন্ন জিন বহন করলেও ভালো পরিবেশের কল্যাণে বালো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে। সুতরাং সহায়ক পরিবেশ পেলে এবং মস্তিষ্কের কিছু চর্চা করলে স্মরণশক্তি বাড়ানো সম্ভব। জেনে নিন স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করার কিছু কৌশল।

আয়ুর্বেদিক উপায় —

প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় স্মরণশক্তি বৃদ্ধির বেশ কিছু উপায় রয়েছে। যেমন কচি বেলপাতা খাঁটি ঘিয়ে ভেজে খেলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার ব্রাহ্মী শাক এমন একটি ভেষজ উপাদান, যা স্মরণশক্তি বৃদ্ধির নানা ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

মস্তিষ্ককে সজীব করার একটি আয়ুর্বেদিক উপায় হল দশটি কাঠ বাদাম, দুটি ছোট সাদা এলাচ, দুটি শুকনো খেজুর একটি মাটির পাত্রে আগের দিন জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে, এলাচের দানা বের করে শুকনো খেজুরের বিচি বের করে এক সাথে ৩০ গ্রাম চিনির সাথে মিহি করে বেটে নিতে হবে। এি মিশ্রণ ২৫ গ্রাম মাখনের সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন খেলে মস্তিষ্ক সজীব থাকে এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

ব্যায়াম করুন --- জানেন কি নিয়মিত ব্যায়াম স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে? বিশেষ করে অ্যারোবিকস ব্যায়াম এক্ষেত্রে বেশি সহায়ক। তালে তালে নির্দিষ্টভাবে ব্যায়াম করতে হয় বলে তা মস্তিষ্কের চর্চারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পদ্ধতি মেনে রাখতে মস্তিষ্ক চাপ প্রয়োগ হয়।

ফলে স্মরণশক্তি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। আবার যোগব্যায়ামও স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যোগব্যায়ামের কিছু আসনে মস্তিষ্ক পূর্ণ বিশ্রাম পায়। ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মনে রাখার ক্ষমতা বেড়ে যায়।

পুষ্টিকর খাবার খান —

পুষ্টিকর খাবার স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে অনেকাংশে সাহায্য করে। মাতৃগর্ভে থাকার সময় শিশুর মস্তিষ্ক গঠনে বিশেষ কিছু উপাদানের প্রয়োজন হয়. গর্ভবতী মা যদি পুষ্টিকর খাবার খান তাহলে মস্তিষ্ক যথাযথভাবে গঠিত হয়। আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাবার এব্যাপারে সাহায্য করে। সয়াবিন, দুধ, যকৃত, বাদাম, মাখন ইত্যাদিতে রয়েছে বিশেষ উপাদান কোলিন। সাইনাপসে তথ্য আদান প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হচ্চে কোলিন। কাবার থেকে এই উপাদান পাওয়া যায় ব লে স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে পুষ্টিকর খাবারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

মনোযোগ দিন — কোনো বিষয় মনোযোগ দিয়ে শিখলে বিষয়টি মনে রাখা সহজ হয়। তাই কোনো পড়া বা কাজ শেখার সময় যথেষ্ট মনোযোগ দিন। মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া। তাই এর চর্চা করলে সহজেই স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব। মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিন — মস্তিষ্কে চাপ প্রয়োগ করে বা জোর করে মনে করার চেষ্টা করার পরও যদি কিছু মনে না প ড়ে তাহলে মস্তিষ্কে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিন। অন্য কিছু ভাবুন বা ওই প্রসঙ্গ থেকে একেবারেই সরে আসুন। এতে কিছুক্ষণ পর প্রয়োজনীয় বিষয়টি নিজে থেকেই মনে পড়ে যাবে। কোনো কিছু স্মরণ করার জন্য এ পদ্ধতিটি বেশ কার্যকর।

শুনুন, পড়ুন এবং লিখুন --- কোনো কিছু শেখার সময় বিষয়টি অন্যের কাছ থেকে শুনলে মনে রাখা সহজ হয়। এ কারণেই ক্লাসে শিক্ষকের লেকচারশুনলে বি ষয়টি সহজেই আত্মস্থ করা যায় এবং মনে রাখা যায়। তাই কোনো কিছু পড়ার সময় জোরে জোরে কয়েকবার পড়ুন এতে মনে রাখা সহজ হবে। পড়ার পর তা লিখলে আমাদের মস্তিষ্ক তার একটি ছবি তৈরি করে ফেলে। ফলে বিষয়টি তুলনামূলক সহজে মনে পড়ে যে তাই কোনো কিছু পড়ার পর তা লেখার অভ্যাস করুন।

রোগ নির্ণয়ে সংকোচ করবেন না

চিকিৎসকের কাছে কিছু গোপন করবেন না। তিনি আপনার প্রয়োজনীয় শারীরিক ও রক্ত পরীক্ষা করে বলে দেবেন এর কারণ। একাধিক রক্ত পরীক্ষার কথা চিকিৎসক বললে ঘাবড়ে যাবেন না। কারণ টেসটোসটেরন মাত্রা দিনভেদে বা একই দিনে সময়ভেদে তারতম্য ঘটে।

চিকিৎসক ও আপনি

চিকিৎসককে সব কিছু বলুন। হতে পারে যা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না, সেটাই চিকিৎসকের কাছে একটি জরুরি তথ্য। আপনার অতীত ও বর্তমানের সব রোগের কথা বলুন। শৈশবের কোনো রোগ যেমন মাম্পস আপনার আজকের এ অবস্থার জন্য দায়ী হতে পারে। যে সব ওযুধ যা ইদানীং খেয়েছেন তা জানান। আপনার এ সমস্যা কোনো ওযুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে হতে পারে। পারিবারিক বা অন্তঃসম্পর্কের সমস্যা যেমন যৌন সমস্যা বা খিট খিটে মেজাজ ইত্যাদির কথা চিকিৎসককে বলুন।

জীবনে কোনো বড় পরিবর্তন এসে থাকলে তার কথা জানান। যেমন ডিভোর্স, বিয়ে ইত্যদি। দাদা / দাদির বা নানা / নানির পরিবারের কোনো সদস্যের জেনেটিক সমস্যা থাকলে তা জানান।

মানসিক সমস্যায় ভুগলে তা খুলে বলুন। শারীরিক পরীক্ষা: লজ্জা পাবেন না। আপনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পেশাজীবীর সাহায্য নিচ্ছেন ভয়ের কিছঞ নেই। চিকিৎসকে আপনার দেহে লোম ও চুলের পরিমাণ দেখতে দিন।

স্তন, প্রোস্টেট পরীক্ষায় সহায়তা করুন। শুক্রাশয়ের আকার এবং

স্থিতিস্থাপকতা দেখতে দিন। অন্ডকোষ ও পুরুষাঙ্গের কোনোসমস্যা আছে কিনা তা দেখতে দিন।দৃষ্টিশক্তির ভিজ্যুয়াল ফিল্ড টেস্ট করান। দেহের পেশী ও চর্বির পরিমাণ দেখতে দিন। অন্যান্য যা যা চিকিৎসক চান সেভাবে তাকে আপনার দেহ পীক্ষা সহায়তা করুন।

চিকিৎসা না করালে যা হবে

সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা না নিলে বন্ধ্যাত্ব, হৃদরোগের ঝুঁকি ও হাড়ের ক্ষয় হতে পারে। সেই সঙ্গে লক্ষ্মণসমুহের স্থায়ীত্ব তো বোনাস পাওনা। স্বাভাবিক টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষের তুলনায় কম টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষ ৩৩ শতাংশ বেশি মৃত্যু ঝুঁকির সম্মুখীন হন।

কম টেসটোসটেরনজনিত যৌন ইচ্ছা কমে যাওয়া, যৌন দুর্বলতা ও মানসিক পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারেন না। যা পরবর্তীতে তাদের পেশীর পরিমাণ হ্রাস , হাড়ের ঘনত্ব কমিয়ে সার্বিক দৈহিক ... ফেলে। মানসিক স্বাস্থ্যেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে কেউ যদি ৪৫ বছর বয়সে তার ২৫ বছর বয়সের দৈহিক সক্ষমতা পুরুদ্ধারের জন্য টেসটোসটেরন বাড়াতে চান, তা সম্ভব নয়। একইসঙ্গে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়াবার ওযুধ প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করা বিপদজ নক।

রক্তে কম টেসটোসটেরন, ঠিক কতটা কম? সমাজে এমন বহু পুরুষ আছেন যারা জানেন না তাদের রক্তে টেসটোসটেরন মাত্রা কম। এমনিতেই বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের টেসটোটেরন মাত্রা কমতে থাকে। ৫০ বছরের ঊর্ধ্বে ৩০ শতাংশের পুরুষের রক্তে ২৫০ ন্যানোগ্রাম/ ডেসিলিটারের কম টেসটোসটেরন পাওয়া গেছে এক গবেষণায়। কম টেসটোসটেরন বলাতে তাই এর উপরের সীমা আছে ৩০০ ন্যানোগ্রাম / ডেসিলিটার। কিন্তু নিচের কোনো সীমা নেই।রক্তে টেসটোসটেরন কমলে যা করবেন উপরের লক্ষণগুলো দেখে যদি সন্দেহ করেন আপনার টেসটোসটেরন কম থাকতে পারে তবে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি কারণ খুঁজে দেখবেন। কারণটির চিকিৎসা আগে শুরু করবেন। যেমন, যদি ডায়াবেটিসের জন্য টেসটোসটেরন কমে গিয়ে থাকে, তবে প্রথমে ডায়াবেটিসের চিকিৎসাকে গুরুত্ব দেবেন। কাজেই চিকিৎসককে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওযুধের জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না। টেসটোসটেরন স্বল্পতার চিকিৎসার নীতিমালা প্রথমেই টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওযুধ দেওয়া বিরোধী। আপনি চটকদার বিজ্ঞাপন বা বিভিন্ন হারবাল ওযুধের কথা প্রচার মাধ্যমে দেখতে পাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, এসব সহজলভ্য ওযুধের গুণগত মানের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়নি। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যেকোনো ওযুধ সেবনকারীর স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আপনার মূল্যবান যৌন জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকি ... না।

মঙ্গলবার খাদি অফিস পরিদর্শন করেন খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য। ছবি- নিজস্ব।

সাংবদিকরাই প্রকৃত করোনা-যোদ্ধা, করিমগঞ্জে সরকারি আলোচনা সভায় বলেন ডা. মানস

করিমগঞ্জ (অসম), ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : করোনা সংক্রমণ নিয়ে সাধারণ জনগনকে সজাগ করতে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসক, নার্স, সাফাইকর্মী সহ প্রশাসন যন্ত্রের সঙ্গে সমানতালে করোনা প্রতিরোধে নিরন্তর কাজ করে গিয়েছেন সংবাদকর্মীরা। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন, সেই সকল সাংবদিকরাই হলেন প্রকৃত করোনা যোদ্ধা। জেলাশাসক আনবামুথান এমপি-র পৌরোহিত্যে সোমবার জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষ্যে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে একথাগুলো বলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. মানস দাস।

ডা. দাস আরও বলেন, করিমগঞ্জ জেলায় সংবাদ জগতে এখন পর্যন্ত হলুদ সাংবাদিকতা স্থান পায়নি। করোনা অতিমারিকালে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সংবাদকর্মীরা কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ, এর ভয়াবহতা এবং এই ভাইরাস সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। বিশেষ করে করিমগঞ্জ জেলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ডা. মানস বলেন, করোনা অতিমারির সময়কালে সংবাদ মাধ্যম এবং সংবাদকর্মীরা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব সহকারে এগিয়ে না এলে, এই জেলার পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করত। কোভিড-১৯-এর মতো মারণ ভাইরাস প্রতিরোধে কী কী পন্থা অবলম্বন করে চলতে হবে, এ সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সজাগ করেছিলেন সংবাদকর্মীরা।

জেলাশাসক আনবামুথান এমপির পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত আজকের আলোচনাসভার নির্ধারিত বিষয়বস্তু ছিল 'সংবাদ মাধ্যমের উপর করোনা অতিমারির প্রভাব এবং এই সময়ে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা'। ডা. মানস দাস আরও বলেন, করোনা ভাইরাসের গবেষণা প্রকৃতপক্ষে এখনও এগোয়নি। কারণ, চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে গবেষণা চালাতে ন্যূনতম পাঁচ বছর সময়ের প্রয়োজন।এরজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিকল্পনা বা পলিসি। কিন্তু এ রকম কোনো পলিসি এখনো গ্রহণ করা হয় নি।

প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি সতু রায় প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন, করোনা ভাইরাসের বিস্তার নিয়ে ওয়ার্ল্ড হেল অর্গেনাইজেশন বিশ্ববাসীকে বার বার বিভ্রান্ত করেছে। তবে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত দায়িত্বশীল। তিনি ভারতবর্ষের গণতন্ত্র এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছেন। সতু রায় বলেন, এ-দেশের সংবাদপত্র দু-ভাগে বিভক্ত। একটি হচ্ছে সৎ এবং অন্যটি হচ্ছে অসৎ। সরকারের দোষক্রটিকে সযত্নে গোপন রেখে সরকার আর পুঁজিপতিদের তোষামোদ নিয়ে যে-সব সংবাদ মাধ্যম ব্যস্ত থাকে তারা কখনো সৎ সংবাদিকের পর্যায়ে পড়ে না।

অনুষ্ঠানে ডা. মৃন্ময় দেব বলেন, করোনা অতিমারির সময় সংবাদ মাধ্যম বিভিন্ন ব্যতিক্রমী উদ্যোগ হাতে নিয়ে লকডাউনে গৃহবন্দি মানুষদের সঠিক দিশায় এগোতে পথ নির্দেশ করেছে। এই অতিমারি বিশ্ববাসীকে নতুনভাবে শিক্ষা দিয়েছে। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে জেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, প্রেস ক্লাব সভাপতি মিহির দেবনাথ, শীর্ষেন্দু শী, অসীম দেব, সাহিরুল ইসলাম বকুল প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেন। গোটা আনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা জনসংযোগ আধিকারিক সাজ্জাদুর হুসেন চৌধুরী।

স্বভূমে সম্পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় কাশ্মীরে শহিদ সেনা জওয়ান অসম-সন্তান হরধন রয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন

সাপটগ্রাম (অসম), ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে কাশ্মীরে শহিদ ভারতীয় সেনা জওয়ান অসম-সন্তান হরধন রয়ের নশ্বর দেহ। সোমবার সকাল ১০.৫০ মিনিটে তাঁর পৈত্রিক গ্রামে শৈশবের বহু স্মৃতি বিজড়িত গৌরাং নদীর পাড়ে সম্পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় বীর শহিদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এক বছরের শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে চিতায় শায়িত পতির মুখাগ্নি করেছেন পত্নী। আজ এক করুণ দৃশ্যের সাক্ষী হয়েছে গোটা রাজ্য।অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াস্থলে শহিদ সেনা জওয়ানকে ফুলের তোড়া দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাজ্যর খাদ্যমন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী, ধুবড়ির বিধায়ক ওয়াজেদ আলি চৌধুরী, পূর্ব বিলাসীপাড়ার বিধায়ক অশোক কুমাৰ সিংঘী, পুলিশ সুপার আনন্দ মিশ্র সহ সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন এবং ভারতীয় সেনা বাহিনীর পদস্থ আধিকারিকবর্গ, বিভিন্ন সংগঠনের কর্তাব্যক্তি সহ স্থানীয় বহুজন। দেশের অখণ্ডতা রক্ষার খাতিরে স্বগৃহ থেকে শত যোজন দূরে গিয়ে শত্রুর গুলিতে প্রাণাহুতি প্রদানকারী বীর সেনা অসম-সন্তান ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৫৯ নম্বর আর্টিলারি ফরোয়ার্ড রেজিমেন্টের জওয়ান হরধনচন্দ্র রয়ের নশ্বর দেহ আজই গুয়াহাটির বশিষ্ঠতে অবস্থিত সেনা বাহিনীর বেস হাসপাতাল থেকে তাঁর জন্মস্থান সাপটগ্রামের ফুটুকিবাড়ির মেধিপাড়া গ্রামে নিয়ে আসা হয়। গ্রাম তথা এলাকার হাজারো জনতা 'ভারত মাতা কি জয়', 'বীর শহিদ হরধনচন্দ্র রায় জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান মুর্দাবাদ' ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে তেরঙ্গা পতাকায় মোড়া কফিন প্রথমে নিয়ে আসা হয় প্রয়াতের বাড়িতে। এখানে ধর্মীয় ক্রিয়াদি সম্পন্ন করে অশ্রুসজল চোখে হাজার জনতা মিছিল করে শহিদের কফিনবন্দি মরদেহ নিয়ে যান ময়দানে। ক্রীড়া ময়দানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য আগে থেকে ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, গতকাল রাতে গুয়াহাটি বিমানবন্দরে এসেছিল বীর শহিদ সেনা হাবিলদার হরধনচন্দ্র রয়ের মরদেহ। বিমানবন্দর থেকে বশিষ্ঠয় ১৫১ সেনা বাহিনীর বেস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল জানিয়েছেন শেষ শ্রদ্ধা। উল্লেখ্য, সেখানেই শহিদের পরিবারকে এককালীন সাহায্যস্বরূপ রাজ্য সরকারের তরফে ২০ লক্ষ টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া গতকাল শহিদের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পত্নীকে সমাজকল্যাণ দফতরে চাকরি এবং ২ লক্ষ টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন বিভাগীয় মন্ত্রী প্রমিলারানি ব্রহ্ম।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১৩ নভেম্বর কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ রেখার উরি সেক্টরে পাকিস্তানি সেনার অতর্কিত গোলাবর্ষণে নিহত ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৫৯ নম্বর আর্টিলারি ফরোয়ার্ড রেজিমেন্টের অন্য পাঁচ জওয়ানের সঙ্গে শহিদ হয়েছিলেন অসম-সন্তান হরধনচন্দ্র রয়।

বিহার নির্বাচনে মহাজোটের হারের জন্য কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধীকে দুষলেন আরজেডি নেতা

পাটনা, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): বিহার নির্বাচনে মহাজোটের হারের জন্য সরাসরি কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধীকে দুষলেন আরজেডি নেতা শিবানন্দ তিওয়ারি। তাঁর অভিযোগ, বিহার ভোটে জেতার জন্য পুরোদমে ঝাঁপায়নি কংগ্রেস। প্রিয়াঙ্কা আসেননি। রাহুলও কেবল তিনটি মাত্র সভা করেছেন।

কয়েকদিন আগেই শেষ হয়েছে বিহার নির্বাচন। বিহার নির্বাচনে অল্পের জন্য ক্ষমতা ধরে রেখে সরকার গঠন করছে এনডিএ। তবে দুর্দান্ত লড়াই করে একক বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এসেছে তেজস্বী যাদবের মহাজোটে থাকা বামেরাও ভাল ফল করেছে। তবে একেবারেই আশানুরূপ ফল করেনি কংগ্রেস । রাজনৈতিক মহলের মতে, কংগ্রেসের খারাপ ফলই মহাজোটের হারের অন্যতম কারণ। মহাজোটের হেরে যাওয়ার কারণে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে দোষারোপ করলেন আরজেডি নেতা শিবানন্দ তিওয়ারি। তিওয়ারি বলেন, "বর্তমানে মহাজোটের পায়ের শিকলে পরিণত হয়েছে কংগ্রেস। ওরা ৭০টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ৭০টি জনসভাও করেনি। রাহুল গান্ধী তিনদিনের জন্য এসেছিলেন। প্রিয়ঙ্কা আসেননি। এটা ঠিক নয়।" এর সঙ্গেই তিনি যোগ করেন, "আমার মনে হয় শুধুমাত্র বিহারেই এই ঘটনা ঘটছে না। অন্যান্য রাজ্যেও কংগ্রেস বেশি জোর দেয় প্রার্থী দেওয়ার দিকেই, কিন্তু কীভাবে সেই প্রার্থীদের জেতাতে হবে সেই নিয়ে তাঁদের কোনও পরিকল্পনা থাকে না। কংগ্রেসের এই বিষয়ে অবশ্যই ভাবা উচিত।"

এর পাশাপাশি প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ রাহুল গান্ধীকেও তীব্র আক্রমণ করেন শিবানন্দ। তিনি বলেন, "জোরকদমে নির্বাচন চলছিল। আর সেই সময় রাহুল গান্ধী সিমলায় প্রিয়াঙ্কাজির বাড়িতে বসে পিকনিক করছিলেন। এভাবে কি একটা দল চলে? যেভাবে কংগ্রেস দল চলছে তাতে সেটা বিজেপিকেই বেশি সুবিধা করে দিচ্ছে।'এরপরই পালটা জবাব দেয় কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতা অনিল কুমার বলেন, "হারের জন্য তাঁদের দায়ী না করে আরজেডির উচিত আসল কারণ খতিয়ে দেখা"।

৩৭০ অনুচ্ছেদ নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করুন সোনিয়া ও রাহুল : রবিশঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): অনুচ্ছেদ ৩৭০ নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করুন সোনিয়া ও রাহুল গান্ধী। কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর উদ্দেশে এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। সোমবার দিল্লির ২১, মাদার টেরেজা ক্রিসেন্ট-এ সাংবাদিক সম্মেলনে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, "ফারুক আব্দুল্লার মতো কিছু মানুষ বলেছেন, ৩৭০ অনুচ্ছেদ পুনরায় লাগু করার জন্য প্রয়োজন হলে চিনের সাহায্য নেবেন তাঁরা। এটা দেশ-বিরোধী কার্যকলাপ। ৩৭০ ধারা নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করুন সোনিয়া ও রাহুল।"

সাংবাদিক সম্মেলনে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, "কাশ্মীরে গুপকার ডিক্লেরেশন অফ পিপলস অ্যালায়েন্স রয়েছে, ১০টি দল রয়েছে, প্রধান দল ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং পিডিপি, কংগ্রেসও এর মধ্যে আসছে। ৩৭০ অনুচ্ছেদ পুনরায় লাগু করাই তাঁদের এজেন্ডা, জম্মু ও কাশ্মীরে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন-সহ বেশ কিছু আইন তাঁরা চাইছেন না। যাতে দুর্নীতি করা যায়।" কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, তাঁদের একটাই এজেন্ডা, অনুচ্ছেদ ৩৭০ অপসারণ রদ করা এবং পুনরায় লাগু করা। ফারুক আব্দুল্লার মতো কিছু মানুষ তো এমনটাও বলেছেন, ৩৭০ অনুচ্ছেদ পুনরায় লাগু করার জন্য প্রয়োজন হলে চিনের সাহায্য নেবেন তাঁরা। এটা দেশ-বিরোধী কার্যকলাপ। ৩৭০ ধারা নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করুন সোনিয়া ও রাহুল।রবিশঙ্কর প্রসাদ আরও বলেন, আগে জম্মু-কাশ্মীরের কোনও মুসলিম অথবা হিন্দু মেয়ে দিল্লি অথবা অন্য কোনও স্থানের ছেলেকে বিয়ে করলে, বাবার সম্পত্তিতে ওই মেয়ের কোনও অধিকার থাকত না। এক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছি আমরা এবং সম্পত্তির অধিকার ফিরিয়ে এনেছি। রবিশঙ্কর প্রসাদ আরও বলেন, দেশভাগের পর পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীরা, যাঁরা সেখানে বসবাস করেছিলেন তাঁদের ভোট দেওয়ার কোনও অধিকার ছিল না, এমনকি সম্পত্তির অধিকারও ছিল না। অথচ যাঁরা সেখান থেকে বেরিয়ে পঞ্জাবেরও আগে চলে যান তাঁরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রী হন। ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ হওয়ার আগে এটাই ছিল জম্মু-কাশ্মীরের নির্মম বাস্তবতা।

বিশ্বে শান্তি ও সেবার প্রেরণাস্রোত হয়ে উঠবে স্ট্যাচু অফ পিস : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): সর্বদা সমগ্র বিশ্বকে মানবতা, শান্তি, অহিংসা ও বন্ধুত্বের পথ দেখিয়েছে ভারত। এই মার্গদর্শনের জন্যই বিশ্ব ফের একবার ভারতের দিকে তাঁকিয়ে রয়েছে। সোমবার ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত "স্ট্যাচু অফ পিস" উন্মোচন করার পর এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জৈনচার্য বিজয় বল্লভ সুরিশ্বেরজি মহারাজের ১৫১ তম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এদিন রাজস্থানের পালিতে "স্ট্যাচু অফ পিস"-এর উন্মোচন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই নববর্ষ আধ্যাত্মিক আভার বর্ষ। প্রেরণা দেওয়ার বর্ষ। এই অনুষ্ঠানে সামিল হওয়া আমার কাছে সৌভাগ্যের। জৈনচার্য বিজয় বল্লভজির "স্ট্যাচু অফ পিস" উন্মোচন করা আমার কাছে অত্যন্ত সৌভাগ্যের। দেশের স্বার্থে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং জৈনচার্য বিজয় বল্লভ সুরিশ্বেরজি মহারাজ। উভয়ের স্ট্যাচু উন্মোচন করতে পেরে আমি সত্যিই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, সর্বদা সমগ্র বিশ্বকে মানবতা, শান্তি, অহিংসা ও বন্ধুত্বের পথ দেখিয়েছে ভারত। এই মার্গদর্শনের জন্যই বিশ্ব এখন ফের একবার ভারতের দিকে তাঁকিয়ে রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমার বিশ্বাস, বিশ্বে শান্তি, অহিংসা ও সেবার প্রেরণাস্রোত হয়ে উঠবে এই "স্ট্যাচু অফ পিস"। আপনারা যদি ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকান তাহলে বুঝতে পারবেন, ভারতের যখনই আন্তরিক প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে, সন্ত পরম্পরা থেকে কোনও না কোনও সূর্যোদয় হয়েছে। আচার্য বিজয় বল্লভ এমনই একজন সন্ত। একবিংশ শতাব্দীতে আচার্য ও সন্তদের কাছে আমি একটি আগ্রহ প্রকাশ করতে চাই, যেভাবে ভক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। একইভাবে আত্মনির্ভর ভারতের পথপ্রশস্ত করতে হবে সাধু, আচার্য ও মহন্তদের।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, মহাপুরুষ এবং সন্তদের ধারণা চিরন্তন, কারণ তারা যা বলেন তেমন ভাবেই জীবনযাপন করেন। আচার্য বিজয় বল্লভজি বলতেন সমাজের অজ্ঞতা, বিভেদ, আলস্য, নেশা এবং কুপ্রথা দূর করার চেষ্টা করা সাধু, মহাত্মাদের কর্তব্য। আচার্যজির শিক্ষন প্রতিষ্ঠান এখন উদ্যানের মতো। মেয়েদের শিক্ষায় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অবদানের জন্য আমরা ঋণী।

পরাজয়ই কংগ্রেসের অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে, দলকে খোঁচা সিব্বলেব

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): 'হারই কংগ্রেসের অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে'। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে দলের মুখ থুবড়ে পড়াকে এভাবেই কটাক্ষ করলেন দলের বর্ষীয়ান নেতা তথা আইনজীবী কপিল সিব্বল। একইসঙ্গে ফের একবার দলের খোলনলচে বদলেরও দাবি জানিয়েছেন তিনি।

বিহার বিধানসভা নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়েছে কংগ্রেস। মহাজোটের হারের দায় কার্যত কংগ্রেসের উপরই চেপেছে। বিশেষ করে ভোটপ্রচারের সময় রাহুল গান্ধী সিমলায় ছুটি কাটাতে যাওয়ার বিষয়টি ভালভাবে নিতে পারনি কংগ্রেসের নিচুতলার কর্মী ও জোটসঙ্গীরা। এবার পরোক্ষভাবে সেই গান্ধী পরিবারের বিরুদ্ধেই তোপ দাগলেন আইনজীবী নেতা কপিল সিব্বল। কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা কপিল সিব্বল দাবি জানিয়েছেন, 'বিহারের মানুষ নীতিশ সরকারের বিকল্প হিসেবে কংগ্রেসকে নয়, আরজেডি-কেই বেছেছেন। বিকল্প হিসেবে আর কংগ্রেসকে ভাবছে না বিহারের মানুষ'।

তিনি অভিযোগ করেছেন, 'গুজরাটে লোকসভা উপনির্বাচনে আমরা কোন আসন পাইনি। অন্যদিকে উত্তর প্রদেশে আবার কোন কোন স্থানে ২ শতাংশেরও কম ভোট পেয়েছি আমরা। মনোনীত প্রার্থীদের থেকে কেন জিজ্ঞেসা করা হচ্ছে না, যে আমরা ধীরে ধীরে কেন নির্বাচনে দুর্বল হয়ে পড়ছি?'

তাঁর কথায়, "গত ছ'বছরে কংগ্রেস যদি আত্মসমালোচনা না করতে পেরে থাকে. তাহলে এখন আর তা সম্ভব নয়। কোথায় ভুল হচ্ছে, কোথায় সমস্যা রয়েছে কংগ্রেস সবটাই জানে। শুধু সেগুলো মেনে নিতে রাজি নয় তাঁরা।"

রাজনৈতিক মহলের মতে, সিব্বল এই মন্তব্যে পরোক্ষভাবে গান্ধী পরিবারের নেতৃত্বের সমালোচনা করেছেন।

অসম পুলিশের এসআই পদে লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড জারি

গুয়াহাটি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : অসম পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর (এসআই) পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড জারি করেছেন কর্তৃপক্ষ। প্রার্থীরা নির্দিষ্ট লিংকে গিয়ে নিজের নিজের অ্যাপ্লিকেশন নম্বর এবং জন্মের তারিখ দাখিল করে ডাউনলোড করতে পারবেন অ্যাডমিট কার্ড। সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এসআই পদে চাকরি-প্রার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে স্থ্র://৪৩.২৪০.৬৭.৪৩/স্থত্নন্ডত্তঞ্জজত্ত২০/? এবং স্থ্র://৪৩.২৪০.৬৫.১৮১/স্থত্নন্ডত্তঞ্জজত্ত২০/?ৼ-এ যেতে হবে। ওই দুই লিংকের যে-কোনও একটিতে গিয়ে নিজের নিজের অ্যাপ্লিকেশন নম্বর এবং জন্মের তারিখ দাখিল করে ডাউনলোড করতে পারবেন অ্যাডমিট কার্ড।

প্রসঙ্গত, চলতি মাস নভেম্বরের ২২ তারিখ রাজ্যের প্রায় সব জেলা সদরে পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে অসম পুলিশের পদে পরীক্ষা। এদিন বেলা ১২.০০ টা থেকে বেলা ২.০০টা পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে সম্পূর্ণ কোভিড প্রটোকল মেনে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে আড়াই ঘণ্টা আগে অর্থাৎ এদিন সকাল ৯.৩০ মিনিটের মধ্য উপস্থিত হতে হবে বলে ইতিমধ্যে বোর্ড বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২০ সেপ্টেম্বর অসম পুলিশের ৫৯৭টি সাব-ইনস্পেক্টর পদের জন্য লিখিত পরীক্ষার দিন নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এদিন সকালে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় রাজ্যের গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের নির্দেশে ১৫ মিনিটের মধ্যেই এসআই পদে আয়োজিত পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছিল।

ইতিমধ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁস কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত মূল অভিযুক্ত প্রাক্তন ডিআইজি প্রশান্তকুমার দত্ত, করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার কুমার সঞ্জিত কৃষ্ণ, বিজেপির দুই নেতা দিবন ডেকা ও জিন্টু নাথ সহ প্রায় ৫৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

জাতীয় প্রেস দিবসে সংবাদকর্মীদের সংবর্ধনা এবিভিপি-র শিবেরগুল শাখার

বাজারিছড়া (অসম), ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষ্যে আজ সোমবার ক্ষুদ্র পরিসরে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এলাকার বিভিন্ন সংবাদ কর্মীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর শিবেরগুল শাখা।

আজ বেলা বারোটা নাগাদ বাজারিছড়ার কালাছড়া নেতাজি সংঘের প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত হয় অনুষ্ঠানটি। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুরু করেন শিবেরগুল শাখার সভাপতি টিকেন্দ্রজিত সিংহ এবং পাথারকান্দি প্রেস ক্লাবের সভাপতি রাম চক্রবর্তী। জাতীয় প্রেস দিবস এবং কোভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের বিশেষ ভূমিকা প্রসঙ্গে বক্তব্য পেশ করেন এবিভিপি-র প্রাক্তন অসম প্রদেশ কার্যকারিণী সমিতির সদস্য সুরজকুমার কানু এবং ছাত্র সংগঠনের শিবেরগুল শাখার সভাপতি টিকেন্দ্রজিত সিংহ। অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মধ্যে রাম চক্রবর্তী, অমিতাভ দে, খসরুল ইসলাম, ঋষিকেশ সূত্রধর, অনুপ চন্দ, সঞ্জিত কৈরি প্রমুখকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় এবিভিপির পক্ষে থেকে। শেষে বিদ্যার্থী পরিষদের এই মহৎ প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়ে ধন্যবাদসূষচক বক্তব্যু পেশ করেন সাংবাদিক রাম চক্রবর্তী এবং খসরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যয়দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রদীপ দেবনাথ, বিজয় রায়, পঞ্চমী দেব প্রমুখ।

জাতীয় প্রেস দিবসে সব সংবাদকর্মীকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের

গুয়াহাটি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষ্যে আজ রাজ্যের সকলস্তরের সংবাদকর্মীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী র্বানন্দ সনোয়াল। আজ সোমবার সকালে জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষ্যে টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোষাল সাংবাদিকদের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি কোভিড অতিমারির মধ্যেও সাংবাদিকরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

এছাড়া আজ শংকরদেব কলাক্ষেত্রে অসম তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের উদ্যোগে এ উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গোটা দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে অসমেও এবার অনাড়ম্বরভাবে পালিত হচ্ছে জাতীয় প্রেস দিবসের নানা অনুষ্ঠান। গুয়াহাটির অনুষ্ঠানে প্রধান অথিতি হিসেবে বক্তব্য পেশ করছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল।

১৯৬৬ সালের ১৬ নভেম্বর দেশের সংবাদমাধ্যমের স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে গঠিত প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এর পর থেকে গোটা দেশে আজকের দিনকে প্রতি বছর জাতীয় প্রেস দিবস হিসেবে উদযাপন করা হচ্ছে। সংবিধানের ১৯(১)(ক) ধারায় উল্লেখিত বাক স্বাধীনতাকে সাংবাদিকরা যাতে সঠিকভাবে প্রয়োগ করেন তা নিয়ে আজ বিশেষ ভাবে আলোকপাত করা হচ্ছে

তুষারপাতের মধ্যেই বন্ধ কেদারনাথ মন্দির, বরফে ঢাকা পড়ল বদ্রীনাথও

রুদ্রপ্রয়াগ ও চামোলি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): হালকা তুষারপাতের মধ্যেই ভক্তদের জন্য বন্ধ হয়ে গেল কেদারনাথ মন্দির। রবিবার সন্ধ্যা থেকেই হালকা তুষারপাত শুরু হয় উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় অবস্থিত কেদারনাথ মন্দির ও সংলগ্ন উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে। তার মধ্যে চিরাচরিত রীতি মেনেই ভাইফেঁটার দিন ভোরে কপাট বন্ধ হল কেদারনাথ মন্দিরের। শীতকালীন আবাস উখিমঠের পথে রওনা দিয়েছেন কেদারনাথ। চারধামের জন্য খ্যাত উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল। সেই চারধাম, অর্থাৎ যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথ শীতের ছ'মাস পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে নিচু জায়গায় নেমে আসেন অধিষ্ঠিত দেবদেবীরা।

রবিবার রাত থেকেই কেদারনাথে ছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সন্ধ্যা থেকেই কেদারনাথে শুরু হয় তুষারপাত। এরপর ভোরে বন্ধ করে দেওয়া হয় কেদারনাথ মন্দির। তুষারপাতের মধ্যেই কপাট বন্ধ হওয়ার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এ দিন সকাল সাড়ে আটটায় শুরু হয় ডুলিযাত্রা। সোমবার, কেদারনাথ বিশ্রাম নেবেন রামপুরে। মঙ্গলবার গুপ্তকাশীর মন্দিরে বিশ্রাম নেবেন তিনি। তবে তার আগে ফাটা অঞ্চলের একটি হাসপাতালে এক ঘণ্টার জন্য থাকবেন কেদারনাথ। সেখানে স্থানীয় গ্রামবাসীরা তাঁকে দর্শন করবেন। এরপর বুধবার উখিমঠের ওঙ্কারেশ্বর মন্দির পৌঁছে যাবেন কেদারনাথ। এরই মধ্যে দিয়ে ছ'মাসের জন্য পুরো বন্ধ হয়ে গেল কেদারনাথ মন্দির। আবার খুলবে সামনের বছর অক্ষয় তৃতীয়ার সময়ে। কেদারনাথ ছাড়াও এদিন উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার বদ্রীনাথ মন্দিরেও তুষারপাত হয়। চারধামের অপর ধাম বদ্রীনাথ অবশ্য আরও ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত খোলা থাকছে। ১৯ নভেম্বর বন্ধ হবে বদ্রীনাথ মন্দির। বদ্রী নেমে আসবেন জোশীমঠে। কেদারনাথের পাশাপাশি এ দিনই বন্ধ হয়েছে যমুনোত্রীও। তিনি নামবেন খরসলিতে। রবিবার বন্ধ হয়েছে গঙ্গোত্রী মন্দির। গঙ্গোত্রীর শীতকালীন আবাসস্থল হরশিলের কাছে মুখবা গ্রাম।

ছটে নদী, পুকুর বা কোনও জলাশয়ে জমায়েত নয়, নির্দেশ ঝাড়খণ্ডে

রাঁচি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপ থেকে এখনও মুক্তি পাওয়া যায়নি। উৎসবের আনন্দ ছারখার করে দিয়েছে মারণ এই ভাইরাস। এবার ছট পুজোতেও নাক গলালো করোনা! ছটের আগে থেকেই নদী, পুকুর বা কোনও জলাশয়কে আলোর রোশনাইয়ে সাজিয়ে তোলা হয়। শোভাযাত্রা করে মানুষ পুজো দেন সেই সব জলাশয়ে। তবে এ বার আর তেমন দৃশ্য দেখা যাবে না ঝাড়খণ্ডে।ঝাড়খণ্ড সরকার জানিয়েছে, করোনা পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে পুকুর, নদী বা জলাশয়ে ছট পুজো ঘিরে কোনও জমায়েত করা যাবে না। কারণ এতে সংক্রমণের সম্ভাবনা আরও বাড়বে বলেই মনে করছে রাজ্য প্রশাসন। কোনও জলাশয়ে যেমন পুজো করা যাবে না, তেমনই দলে দলে শোভাযাত্রাও বার করা যাবে না। সাজিয়ে তোলা যাবে না কোনও জলাশয়ের ঘাট। করা যাবে না কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। আগামী ২০-২১ নভেম্বর ছটপুজো। তার আগে রাজ্য সরকারের এমন নির্দেশের ফলে এ বার জাঁকজমকহীন ভাবেই ছট পালন করতে হবে ঝাড়খণ্ডবাসীদের।

নিলামবাজারে দলবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে শিলচরে বিক্ষোভ প্রদর্শন বাম সংগঠনের

শিলচর (অসম), ১৬ নভেম্বর (হি.স.) : নিলামবাজারে সংঘটিত দলবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে আজ সোমবার শিলচরে সোচ্চার হয়েছে বাম সংগঠন এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং এআইএমএসএস-এর কাছাড় জেলা কমিটি। সংগঠনগুলির কর্মীরা আজ বেলা ১২টায় শিলচরের ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে জড়ো হয়ে ধর্ষণের ঘটনার সাথে জড়িত দুষ্কৃতীদের ফাঁসির দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। বিক্ষোভ চলাকালে উপস্থিত জনতার সামনে বক্তব্য পেশ করেছেন এআইডিএসও-র জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য পল্লব ভট্টাচার্য।

বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বক্তারা ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেন, ত্রিপুরার আদিবাসী মেয়েদের চক্রান্ত করে ঘুরপথে ধর্মনগর নিয়ে যাওয়ার কথা বলে নিলামবাজারে এক নির্মীয়মাণ বাড়িতে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনা প্রমাণ করছে, নারীরা অসমে চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিয়ে দিনযাপন করছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে রাজ্যে মহিলাদের উপর অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে। সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে নিলামবাজারে দলবদ্ধ ধর্ষণের তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার দাবি জানানো হয়। প্রতিবাদী কর্মসূচিতে বক্তব্য পেশ করেছেন হিল্লোল ভট্টাচার্য, আপনলাল দাস প্রমুখ।

ভাইফোঁটায় শুভেচ্ছা বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা,১৬ নভেম্বর (হি স): করোনা আবহে মন খারাপের মাঝেই হাজির ভাইফোঁটা। আর এই দিন সাধারণ মানুষ থেকে রাজনীতিবিদ সকলেই মেতে উঠেছে ভাইফোঁটার শুভক্ষণে। ভাইফোঁটার শুভ লগ্নে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছাবার্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

সোমবার টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে ভাইফোঁটার শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, " আজ ভাইফোঁটা। আমার সকল ভাই ও বোনেদের জানাই শুভেচ্ছা ও ভালবাসা"। বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি, তিন ভাষাতেই শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে দিন রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রীরাও মেতে উঠেছে ভাইফোঁটার আনন্দে।

পুরাণ অনুসারে কথিত আছে আজকের দিনেই বোন যমুনার হাত থেকে ফোঁটা নিয়ে অমরত্ব লাভ করেছিলেন মৃত্যুর দেবতা যমরাজ। তখন থেকেই ভাইফোঁটার প্রচলনের শুরু। যদিও অন্য একটি মতে, দৈত্য নরকাসুরকে বধ করার পর শ্রীকৃষ্ণর কপালে ফোঁটা দিয়েছিলেন বোন সুভদ্রা। তখন থেকেই ভাইফোঁটার উৎপত্তি। আর তাই এদিন বোনেরা ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করে।

বাংলাকে গুজরাত বানাবে বিজেপি, হুংকার দিলীপ ঘোষের

বারাসাত, ১৬ নভেম্বর (হি স): সামনেই একুশের নির্বাচন। বর্তমানে পাখির চোখ সেদিকেই। এরই মাঝে সোমবার বারাসাতে এক কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে " বাংলাকে গুজরাত বানাবে বিজেপি" বলে সুর চড়িয়ে হুংকার দিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের।

এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, " অন্য কোথাও যেন রাজ্যের বাসিন্দাদের চাকরির জন্য যেতে না হয়। সেই জন্য বাংলাকে গুজরাত বানাবে বিজেপি। টাটারা ফিরে গিয়েছে, আর কাউকে ফিরতে দেওয়া হবে না"। এর পরেই অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে সুর ছড়িয়ে রাজ্য সভাপতি বলেন, " অনেক এমএলএ বলছে আমি আর ভোটে দাঁড়াব না। আর টিএমসি করব না। কেন, কামানো হয়ে গেছে? নাকি দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে? আমি বলেছিলাম কোনও ভদ্রলোক তৃণমূলে থাকতে পারবে না। যাদের শ্বাসবন্ধ হয়ে যাচ্ছে, শ্বাস নেওয়ার জন্য বিজেপিতে আসুন। অক্সিজেন নিয়ে ঘুরছি আমরা। আগে তো কিছু নেতার অক্সিজেন কম ছিল, এখন সবার অক্সিজেন কম হয়ে গেছে"। এরপরেই তৃণমূল সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে আক্রমণ করে দিলীপ ঘোষ বলেন, " আগামী বিধানসভা নির্বাচনে যে কেন্দ্রেই দাঁড়াবেন জ্যোতিপ্রিয়, সেখানেই বিজেপি তাঁকে হারাবে"।

পুলিশের পরিচয়ে সল্টলেকে যুবক অপহরনের অভিযোগ, গ্রেফতার তিন

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি. স.) : করোনা আবহের মাঝেই রাতের রাতের শহরের বিরুদ্ধে উঠলো যুবক অপহরণের অভিযোগ। রবিবার গভীর রাতে সল্টলেকের বিরুদ্ধে উঠেছে এই অভিযোগ। ঘটনার সঙ্গে জড়িত তিন জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

অভিযোগ উঠেছে, রবিবার গভীর রাতে সল্টলেকে উইপ্রো মোড়ের কাছে একটি নীল বাতি ওয়ালা গাড়ি থেকে কয়েকজন যুবক পুলিশের পরিচয় অভিযোগকারী যুবকের সামনে আসে। এর পরেই অভিযোগকারী যুবককে গাড়িতে ওঠানোর জন্য জোর করতে থাকে। অভিযোগকারী যুবক গাড়িতে উঠতে না চাইলে তার কাছ থেকে মোটা টাকা দাবি করা হয়। কিন্তু অভিযোগকারী যুবকের অভিযোগ তিনি টাকা দিতে অস্বীকার করলে তাকে মারধর করে অভিযুক্তরা গাড়িতে তোলার চেষ্টা করে। পুলিশের পরিচয় দিয়ে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করে অভিযুক্তরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভাইফোঁটার দিন মিষ্টির দোকানে নেই তেমন ভিড় মন খারাপ ব্যবসায়ীদের

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি স): ভাইফোঁটা মানে মিষ্টির দোকানে উপচে পড়া ভিড়। কিন্তু চলতি বছর করোনা আবহে সেই সব কিছুতেই পড়েছে ভাঁটা। ভাইফোঁটার দিন মিষ্টির দোকানে নেই ভিড় কপালে ভাঁজ বিক্রেতাদের।

চলতি বছর করোনা আবহে পালিত হচ্ছে ভাইফোঁটা। আর করোনা থাবা বসিয়েছে ভাইফোঁটার মিষ্টির বাজারেও। প্রতি বছরই ভাইফোঁটার আগের দিন রাত থেকেই মিষ্টির দোকানে থাকে লম্বা লাইন। হাজারো হাজারো নিত্যনতুন মিষ্টি কেনার জন্য মিষ্টি দোকানের বাইরে লম্বা লাইন থাকে। কিন্তু এই বছর আগের দিনতো দূরের কথা ভাইফোঁটার দিন সকালেও মিষ্টির দোকানে ভিড় নেই। ভাইফোঁটা আর মিষ্টি প্রায় সমার্থক। কিন্তু এবারের ভাইফোঁটায় মিষ্টির সেই রমরমা বাজারে বেশ পড়তির দিকে। যার জেরে মিষ্টির দোকানের মলিকদের মন খারাপ। বিক্রি বাট্টা না হওয়ায় চরম চিন্তায় মিষ্টির দোকানের মালিকরা।

কালীঘাটে হকারদের ভাইফোঁটা দিলেন ভারতী ঘোষ

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি স):ঘরে ঘরে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে মেতে উঠেছে শহরবাসী। ভাইফোঁটা শুভলগ্নে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রাজনৈতিকবিদরাও মেতেছে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে। সোমবার ভাইফোঁটা দিতে কালীঘাটে গেলেন বিজেপি নেত্রী ভারতী ঘোষ।

কালীঘাট মন্দিরের বাইরে ব্যবসায়ীদের ফোঁটা দেন বিজেপি নেত্রী। মূলত ভাইদের দীর্ঘায়ু কামনায় তাদের বোনেরা ফোঁটা দিয়ে থাকেন। যদিও চলতি বছর করোনা আবহে পালিত হচ্ছে ভাইফোঁটা। তবে,ভাইফোঁটার দিন অনুষ্ঠানে গা ভাসালেন বিজেপি নেত্রী ভারতী ঘোষও। কালীঘাট মন্দির চত্বরে দোকানদার ও হকারদের ভাইফোঁটা দেন বিজেপি নেত্রী। তাদের হাতে তুলে দেন মিষ্টিও। মূলত হকার দোকানদারদের ভাইফোঁটা পেতে ইচ্ছা হয় সেই কথা মাথায় রেখেই তাদের ভাইফোঁটা দেন বিজেপি নেত্রী।

দলীয় নেত্রীদের থেকে ভাইফোঁটা নিলেন মুকুল রায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি স): করোনা আবহে ভুগছে শহর। তবে, এরই মাঝে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে একটুও ভাঁটা রাখতে চাইছে না শহরবাসী। আর তাই এদিন ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে মাতলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়ও। সল্টলেকে দলীয় নেত্রীদের থেকে ফোঁটা নিলেন মুকুল রায়।

ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে ভাইয়ের সুস্থতা কামনায় প্রত্যেক বোনই নিজের মতো করে এদিনটা পালন করে । আয়োজন করে ভাইয়ের প্রতি নিজের ভালোবাসা উজাড় করে দিতে । এর প্রচলন আজ নয়, সেই পুরাকাল থেকেই চলে আসছে । কথিত আছে যমুনাও তার ভাই যমকে ফোঁটা দিয়েছিলেন, যার থেকে এর প্রচলন শুরু। আর সেই প্রচলন অনুযায়ী শহরজুড়ে বোনেরা তাদের ভাইয়ের মঙ্গলকামনায় ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে। অন্যদিকে বিজেপিও মেতেছে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে। একদিকে বিজেপির হেস্টিংস কার্যালয়ে প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও বিজেপি মহিলা মোর্চার তরফে আয়োজন করা হয়েছে ভাইফোঁটার। এদিন বোন রূপে ফোঁটা দিয়ে দিলীপ ঘোষের দীর্ঘায়ু কামনা করলেন অগ্নিমিত্রা পাল। অন্যদিকে সল্টলেকে দলীয় নেত্রীদের থেকে ভাইফোঁটা নিলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়।

২১ - র নির্বাচনের আগে " রস্টার " বেঁধে দিল তৃণমূল

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি স): আর মাত্র কয়েকদিন পরেই ২১- র নির্বাচন। বর্তমানে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির কড়া নজর সেদিকেই। ইতিমধ্যেই নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। একুশের নির্বাচনের আগে কোমর বেঁধে ময়দানে নামতে চাইছে রাজ্য সরকারও। বিধানসভা ভোটের আগে বিভিন্ন বিষয়ে দলের বক্তব্য জানাতে দলের নেতাদের একাংশের জন্য নতুন "রস্টার " করে দিল তৃণমূল। "রস্টার " অনুযায়ী সংবাদমাধ্যমকে বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত তৃণমূল ভবনের মিডিয়া সেন্টারে ওই নেতারা বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে বক্তব্য জানাবেন। অন্যান্য সময় গুলোতে বাংলা, ইংরেজি বা হিন্দি ভাষায় চাইলে নিজের বাড়ি থেকে বা অন্য কোথাও থেকে বক্তব্য জানাতে পারবেন। সপ্তাহের ৬দিন থাকবে রস্টার ডিউটি। সোমবার এবং শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন রাজ্যসভা সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। বৃহস্পতি এবং শনিবার কথা বলবেন বিশ্বজিৎ দেব। মঙ্গলবার মন্ত্রী শশী পাঁজা, বুধবার ওমপ্রকাশ মিশ্র, বৃহস্পতিবার নির্বেদ রায় এবং শনিবারের জন্য নাদিমুল হক। রবিবার ছুটি থাকবে। যে কোনও এক দিন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন রাজ্যসভার সাংসদ দীনেশ ত্রিবেদী এবং রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

আফগানিস্তান

তিনের পাতার পর

পরিষদ -এর তরফে প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, আফগানিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে থেকে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে লিপ্ত রয়েছে ৬৫০০ হাজার পাকিস্তানি জঙ্গি। এদের মধ্যে বেশিরভাগই তেহরিক-ই-তালিবানের সদস্য। বর্তমানে তারা আফগানিস্তানের সবচেয়ে বড় জঙ্গি সংগঠন। তাদের প্রত্যক্ষ মদতেই জামাত-উল-আহরা ও লস্কর-ই-ইসলামের মতো জঙ্গি সংগঠনগুলি আফগানিস্তানে একাধিক হামলা চালিয়েছে। পাশাপাশি আরও খবর পাওয়া গিয়েছে যে তাদের উপর সরকারের নজর থাকায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আল কায়েদা জঙ্গিদের দিয়ে নাশকতা চালাচ্ছে তালিবান নেতৃত্ব। অন্যদিকে সরকারের সঙ্গে আলোচনাও চালিয়ে যাচ্ছে।

আত্মঘাতী যুবক

তিনের পাতার পর

তা কেউ জানতো না। বহুক্ষণ পেরিয়ে গেলেও ঘরের ছেলে না পৌঁছাতে পুলিশে খবর দেয় পরিবারের সদস্যরা। এরপর শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লাইনের চাঁদখালী ও ক্যানিং-র মাঝে আপ লাইন থেকে উদ্ধার হয় ওই যুবকের মৃতদেহ। পরিবার সূত্রের খবর এই যুবকের নাকি বঙ্গবাসী কলেজেরই এক যুবতীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। তাদের বিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তারই মাঝে এই ঘটনা ঘটাল ওই যুবক। কি কারনে আত্মহত্যা করলেন খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ঝাড়গ্রামে

তিনের পাতার পর

উল্লেখ্য, গত বছর বেলিয়াবেড়া থানার উদ্যোগে গণ ভাইফোঁটার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু এবছর করোনা পরিস্থিতিতে সেসব সম্ভব হয়নি। তবে মাধুকরী সাংস্কৃতিক মঞ্চ নামে এই সংস্থা প্রথম বার এই রকম উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এ বিষয়ে বেলিয়াবেড়া থানার ওসি সৌরভ ঘোষ বলেন আমাদের ইচ্ছে থাকলেও আমরা কাজ ছেড়ে আমাদের বোনের কাছে এই ভাইফোঁটার সময় ফোঁটা নিতে যেতে পারি না তাই আজকে আমারা খুব খুশী মাধুকরী সাংস্কৃতিক মঞ্চের সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই।

সংস্থার পক্ষে বিশ্বজিৎ পাল বলেন, ' আমরা এই বছর প্রথম এই ভাই ফোটার আয়োজন করেছিলাম। পুলিশ দাদা, ভাইরা সারা বছর ধরে কর্তব্য করে চলেন। ওনাদেরও তো মন খারাপ হয় বোন, দিদিদের জন্য। তাই আমাদের সংস্থার সদস্যারা ওনারদের ভাই ফোটা দিয়েছে। থানার বড় বাবুর উদ্যোগে রয়েছে সংস্থা তৈরির জন্য। '

বন্ধু মানেই ভালোবাসা নামক একটি স্বেচ্ছা সেবী সংস্থার উদ্যোগে সামাজিক কর্মসূচি।

ফের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু কলকাতা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টরের

কলকাতা,১৬ নভেম্বর (হি. স.): উৎসবের মরসুমের মাঝেই ক্রমাগত শহরবাসীকে আতঙ্ক দিচ্ছে করোনা। দমকা হাওয়ার মত উড়ে এসে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা আতঙ্কে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার জোগাড় শহরবাসীর। এরই মাঝে কলকাতা পুলিশে ক্রমাগত করোনা হানা অব্যাহত। সোমবার করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত কলকাতা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টরের।

করোনা সংক্রমণের হাত থেকে শহরবাসীকে সচেতন করতে ক্রমাগত পথে নেমে প্রচার চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। মাস্ক বিলি থেকে সচেতনতার প্রচার শহরবাসীর দায়িত্ব যেন কাঁধে তুলে নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। কিন্তু সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ক্রমাগত করোনা হানা দিচ্ছে কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন থানায়। ইতিমধ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বহু পুলিশকর্মী। আর এবার করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সাব-ইন্সপেক্টর মানব বন্দ্যোপাধ্যায়।

করোনা বিধি মেনে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে মাতলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর (হি স): শহরজুড়ে উৎসবের মরসুম। করোনা কাঁটার মাঝেই শহরবাসী মেতেছে ভাইফোঁটার শুভক্ষণে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ভাইফোঁটা উৎসবে মেতে উঠেছে রাজনীতিবিদরাও। সেই তালিকা থেকে বাদ গেলে না তৃণমূল মহাসচিব পার্থ শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। নিজের বাড়িতেই ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে মাতলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। তবে, এরই মাঝে প্রতি বছরের ন্যায় এই ভাইফোঁটা থেকে বিরত নেই শহরবাসী। আর সেই আবহে গা ভাসিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মঙ্গল কামনায় শিক্ষামন্ত্রীর বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন তার বোনেরা।

পুরাণ অনুসারে, আজকের দিনেই বোন যমুনার হাত থেকে ফোঁটা নিয়ে অমরত্ব লাভ করেছিলেন মৃত্যুর দেবতা যমরাজ। তখন থেকেই ভাইফোঁটার প্রচলনের শুরু। সেখান থেকেই ভাইদের মঙ্গল কামনা প্রতিবছর ফোঁটা দেন বোনেরা। করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা আতঙ্কের মাঝেই এবার হাজির ভাইফোঁটার শুভক্ষণ। সপ্তাহের শুরুর দিনেই চলতি বছর পড়েছে ভাইফোঁটা। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানে মেতে উঠেছে রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীরা। করোনা আবহে নিউ নরমালে রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতেও চলছে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান। কথিত আছে, আজকের দিনেই বোন যমুনার হাত থেকে ফোঁটা নিয়ে অমরত্ব লাভ করেছিলেন মৃত্যুর দেবতা যমরাজ। তখন থেকেই ভাইফোঁটার প্রচলনের শুরু। যদিও অন্য একটি মতে, দৈত্য নরকাসুরকে বধ করার পর শ্রীকৃষ্ণর কপালে ফোঁটা দিয়েছিলেন বোন সুভদ্রা।

সচিত্র

● **প্রথম পাতার পর**

দেখতে পাওয়া যাবে। আজ সোমবার প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী রাজ্যে সাধারণ ভোটার রয়েছেন ২৬,৩৯,৩২২ জন। এর মধ্যে মহিলা ১৩,০৩,৭৪৪ জন, পুরুষ ১৩,৩৫,৫৫৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ২১ জন। সার্ভিস ইলেকটরস রয়েছেন ১০, ১৪৪ জন। এর মধ্যে মহিলা ১৬১ জন এবং পুরুষ ৯,৯৮৩ জন।

চারজন

● **প্রথম পাতার পর**

তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। খবর পাঠানো হয় কমলপুর থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে সংঘর্ষে আহত ৪ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে চলেছে। ফের যেকোনো সময় ওই এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।

কলকলিয়ায়

● **প্রথম পাতার পর**

সমাধান হতে চলেছে। তাই, ব্রু-দের কিছু সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করতে এসেছিলাম, দাবি করেন তিনি।

তাঁর সাফ কথা, বিজেপি কিংবা কংগ্রেস কোনও রাজনৈতিক দলের সাথে আমার সম্পর্ক নেই। এমন-কি রাজনীতির সাথেও আমার কোনও সম্পর্ক নেই। তাই, এই বিষয়টি মুছে ফেলাই উচিত হবে বলে আমি মনে করি, সাংবাদিকদের পরামর্শ দিয়ে বলেন তিনি।

ল্যাবে

● **প্রথম পাতার পর**

তদন্তে ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রমাণিত হওয়ায় আনোয়ার হুসেন ও সুমন আলি নামের দুই যুবককে সোমবার আদালতে সোপর্দ করে তিনদিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। সব মিলিয়ে গ্রেফতার পাঁচজনই বর্তমানে তদন্তকারী অফিসার ওসি রাজেন পাও রংমাইয়ের জিম্মায় রয়েছে।

দুস্কৃতিরা

● **প্রথম পাতার পর**

উঠেছে। পুলিশ পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে।এর পেছনে অন্য কোন রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

৯৩.৮৭ শতাংশ

আটের পাতার পর

এই মুহূর্তে সুস্থতার সংখ্যা ২,৪২,০৮৪ (৯৩.৮৭ শতাংশ)।

সোমবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৫০২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,৪২,০৮৪ জন করোনা-রোগী। রবিবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১৪,৩৮৫ জন।

পৃথক

● **প্রথম পাতার পর**

করে। যদিও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, আহত যুবক যুবতী উভয়ের অবস্থাই আশঙ্কাজনক।

এদিকে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন ত্রিনাথএলাকায় অটোর ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত এক ব্যক্তির চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম প্রশান্ত মোদক। গত ৫ দিন আগে অটোর ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিলেন প্রশান্ত মোদক। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। জিবি হাসপাতালে ৫ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন প্রশান্ত মোদক। পুলিশ অটোরিকশাটি আটক করেছে। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট মামলা গৃহীত হয়েছে। গোমতী জেলার গর্জির পেরাতিয়া এলাকায় দুটি বাইকের সংঘর্ষে দুই জন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন দুটি বাইক দ্রুতবেগে আসছিল। কাছাকাছি এসে পড়লে বাইকের চালকরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি। ফলে ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। তাতে বাইকের দুই চালক গুরুতর ভাবে আহত হন।পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বাইক দুটিও আটক করেছে পুলিশ।

কাঞ্চনপুরে

● **প্রথম পাতার পর**

আপত্তি নেই বলে জানিয়েছি। তিনি বলেন, পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য বিদ্যুৎ এবং পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দফতর দরপত্র আহ্বান করেছে। ওই দরপত্র অবিলম্বে বাতিল করা হলে রেশন দোকান এবং স্কুল ধর্মঘটের আওতার বাইরে রাখা হবে।

তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরা সরকার ব্রু শরণার্থীদের রাজ্যে পুনর্বাসন দিতে চাইছে তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু, তাদের পুনর্বাসনে শুধুমাত্র কাঞ্চনপুর মহকুমাকে বাছাই করা মেনে নেওয়া যাবে না। তিনি বলেন, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সারা ত্রিপুরায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হোক। কাঞ্চনপুরবাসীর স্বার্থে এই দাবি মানতেই হবে। নয়তো, অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হবে না, হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

আবেদন

● **প্রথম পাতার পর**

প্রদ্যুতের বক্তব্য, ব্রু শরণার্থীদের ৩/৪ জেলায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। ফলে তাঁরা আলাদা আলাদা স্থানে থাকবেন তা নিশ্চিত হয়ে গেছে। তাঁর কথায়, প্রায় ৩৫ হাজার ব্রু শরণার্থীকে শুধুমাত্র একটি মহকুমায় পুনর্বাসন দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা নেই। বরং, তা সম্পূর্ণ অবাস্তব চিন্তাধারা। তাঁর দাবি, সমস্ত ব্রু শরণার্থীকে কাঞ্চনপুর মহকুমায় পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। তাঁর সাফ কথা, ব্রু শরনার্থীদের পুনর্বাসনে জমি চিহ্নিত করে ত্রিপুরা সরকার তালিকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই, শীঘ্রই পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

নীতীশ কুমার

● **প্রথম পাতার পর**

না শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে। অন্যদিকে জোট শরিক বিজেপির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নড্ডা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে।

রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি), কংগ্রেস ও বামেদের মহাজোটকে এবার প্রত্যাখ্যান করেছেন বিহারের জনগণ। ২৪৩-সদস্য বিশিষ্ট বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ১২৫টি আসনে জয়লাভ করেছে এনডিএ। ১২৫টির মধ্যে বিজেপি জয়লাভ করেছে ৭৪টি আসনে, জনতা দল (ইউনাইটেড) জয়ী হয়েছে ৪৩টি আসনে, বিকাশশীল ইনসান পার্টির ঝুলিতে চারটি আসন এবং হিন্দুস্তানী আওয়াম মোর্চা জয়লাভ করেছে চারটি আসনে।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

ছুটে এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে।

মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে মানসিক অবসাদ থেকেই ওই বৃদ্ধ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।ফাঁসিতে বৃদ্ধের আত্মহত্যা সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

তাঁদেরকে সুস্থ রাখা আমার কর্তব্য। সেই দিশায় সম্ভব সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি আবেগতাড়িত হয়ে বলেন, নিজেদের বাড়িতে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আমাকে ফোঁটা দিতে এসেছেন, তা যথেষ্ট ভাগ্যের বিষয়।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে ফোঁটা দিয়ে জনৈক মহিলা বলেন, বড়ভাই হিসেবে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেছি। কারণ, তিনি সুস্থ থাকলে সমগ্র ত্রিপুরা সুস্থ থাকবে, সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবেন রাজ্যবাসী। তিনি বলেন, তিন বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রীকে ফোঁটা দিচ্ছি। দূর-দূরান্ত থেকে তাঁকে ফোঁটা দেওয়ার জন্য এমন অনেকেই আসেন।

৭ জন শ্রমিকের

আটের পাতার পর

জোনাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর একজনের মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৯, ৩৩৮ ও ৩০৪ এ ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুর্ঘটনার খবর শোনার পরই টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "হিমাচল প্রদেশের মান্ডিতে দুর্ঘটনার খবর শুনে ব্যথিত। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা।" ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃতদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা জানায়নি।

হাওড়া

● **প্রথম পাতার পর**

বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে অরুন্ধতী নগর থানার পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

গোলরক্ষককে দুষতে নারাজ ক্লপ

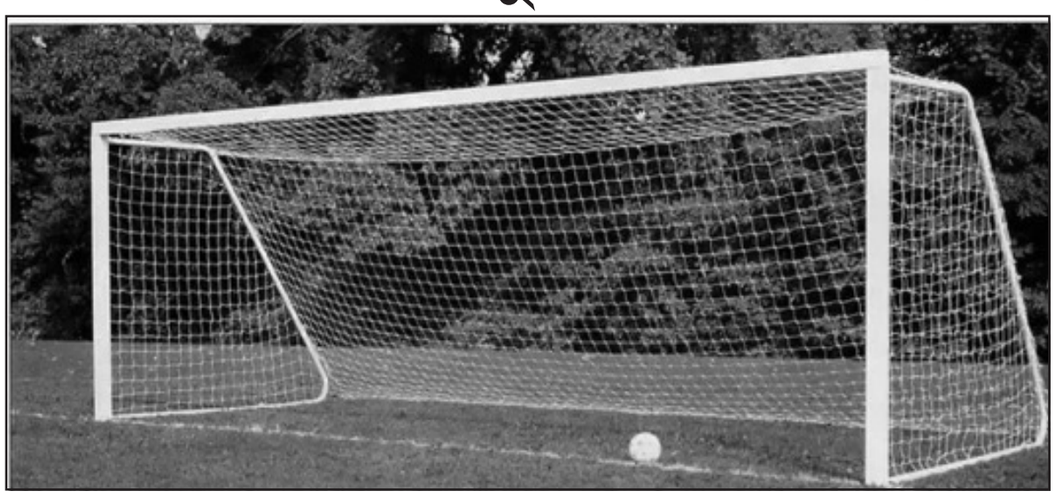

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোর ফিরতি পর্বে লিভারপুলের নিজেদের মাঠে হেরে বিদায় নেওয়ার পেছনে গোলরক্ষক আদ্রিয়ানের দায় দেখছেন অনেকে। তার ভুল পাস থেকে মূল্যবান অ্যাওয়ে গোল পেয়ে উজ্জীবিত হয়ে ওঠা আতলেতিকো মাদ্রিদ পরে আরও দুইবার পায় জালের দেখা। তবে সেজন্য আদ্রিয়ানকে দুষতে নারাজ ইয়ুর্গেন ক্লপ। নির্ধারিত সময়ে প্রয়োজনীয় গোল করতে না পারাই হারের কারণ বলে মনে করেন লিভারপুল কোচ।

অ্যানফিল্ডে বুধবার অতিরিক্ত সময়ে গড়ানো ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা হারে ৩-২ গোলে। দুই লেগ মিলে ৪-২ গোলের অগ্রগামিতায় শেষ আটে ওঠে আতলেতিকো।

প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক আলিসনের চোটে সুযোগ পাওয়া আদ্রিয়ানের অতিরিক্ত সময়ে বাড়ানো বল বিপজ্জনক জায়গায় পেয়ে যান জোয়াও ফেলিক্স। তরুণ ফরোয়ার্ড বাড়ান মার্কোস লরেন্তেকে। স্প্যানিশ এই মিডফিল্ডারের দারুণ ফিনিশিংয়ে দুই লেগ মিলে স্কোরলাইনে ২-২ সমতা আসলেও অ্যাওয়ে গোলের সুবাদে তখন এগিয়ে আতলেতিকো।

পরে আরও এক গোল করেন লরেন্তে। সঙ্গে আলভারো মোরাতার লক্ষ্যভেদে আতলেতিকোর জয় নিশ্চিত হয়। অনেকের মতে, লরেন্তের প্রথম গোলটি ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ক্লপ অবশ্য এমনটি মানতে নারাজ।

"সেও মানুষআমরা তাকে এক মুহূর্তের জন্যও দোষ দেব না। আপনারা (গণমাধ্যম) কি করবেন, জানি না। তবে শ্রদ্ধা রাখলে ভালো হবে।"

২০১৪ সালে লিভারপুলের দায়িত্বে আসার পর এই প্রথম ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় দুই লেগের লড়াইয়ে হারলেন ক্লপ, ঘরের মাঠে প্রথম।

"সে বিষয়টা ওভাবে করতে চায়নি। যখনই সে খেলেছে তখন অনেকবার আমাদের রক্ষা করেছে। এখানে আসার পর থেকে সে দারুণ খেলেছে।"

"এই গোল আজ কোনো কাজে আসেনি, এটাই। যদি আপনি একটা ম্যাচ হারেন সবসময় সেই হারের পেছনে কিছু আলাদা কারণ থাকে।"

আদ্রিয়ান যেখানে সমর্থকদের হতাশ করেছেন, সেখানে আতলেতিকো গোলররক্ষক ছিলেন প্রাচীর হয়ে। প্রতিপক্ষের অনেক প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ম্যাচ সেরা হন ইয়ান ওবলাক। নির্ধারিত সময়ে অনেক সুযোগ তৈরি করেও যথেষ্ট গোল করতে না পারাকে হারের মূল কারণ হিসেবে দেখছেন ক্লপ।

"আমি মনে করি, আজ রাতে যারা খেলা দেখেছেন তারা সবাই জানেন, ম্যাচের ফল ভিন্ন হতে পারতআমাদের প্রথম, সবচেয়ে বড় ভুল ছিল আমরা দ্বিতীয় গোল করেছি অনেক দেরিতে; আমরা অতিরিক্ত সময়ে এই গোল করিতাই এটাই আমাদের ভুল।"

গোলরক্ষকদের 'মেসি' ওবলাক

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে লিভারপুলকে হারানোর পথে দুর্দান্ত সব সেভ করা গোলরক্ষক ইয়ান ওবলাককে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন আতলেতিকো মাদ্রিদের কোচ দিয়েগো সিমেওনে। স্লোভেনিয়ার এই গোলরক্ষককে তিনি তুলনা করেছেন বার্সেলোনার লিওনেল মেসির সঙ্গে।

অ্যানফিল্ডে বুধবার অতিরিক্ত সময়ে গড়ানো ম্যাচে ৩-২ গোলের জয় পায় আতলেতিকো। ম্যাচটিতে মোহামেদ সালাহ, রবের্তো ফিরমিনো ও সাদিও মানেদের মোট ৯টি প্রচেষ্টা প্রতিহত করেন ওবলাক।

জর্জিনিয়ো ভেইনালডামের হেডে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে গড়ালেও নির্ধারিত সময়ে লিভারপুলের মুহুর্মুহু আক্রমণ ঠেকাতে ওবলাকের ভূমিকা ছিল অসামান্য। অতিরিক্ত সময়ের চতুর্থ মিনিটে লিভারপুলকে ২-০ গোলে এগিয়ে নেন ফিরমিনো। প্রথম লেগে ১-০ গোলে জেতা আতলেতিকো তখন দুই লেগ মিলে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে। পরে দুটি দারুণ ফিনিশিংয়ে সফরকারীদের এগিয়ে নেন মার্কোস লরেন্তে। আর শেষ দিকে আলভারো মোরাতার গোলে দুই লেগ মিলে ৪-২ গোলের অগ্রগামিতায় পরের ধাপে ওঠে মাদ্রিদের দলটি।রোমাঞ্চকর ম্যাচে অসাধারণ জয়ের পর ম্যাচ সেরা হওয়া ওবলাককে বিশ্বের সেরা গোলরক্ষকের তকমা দিয়েছেন সিমেওনে।"আমাদের একজন গোলরক্ষক আছে যে বিশ্বসেরা, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বেশ কিছুদিন ধরে আমি এটা বলে আসছি।"

"এটা বার্সেলোনার মত, যাদের মেসি আছে। সে যেমন তার আক্রমণাত্মক খেলা দিয়ে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়, ওবলাক তার সেভ দিয়ে সেসব আক্রমণ রুখে দেয়।"

'ভুল করে' টেন্ডুলকারকে আউট দিয়েছিলেন তিনি

এক—দুই বছর নয়, টানা ২০ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আম্পায়ারিং করেছেন স্টিভ বাকনর। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক বছরের পর বছর ধরে সুনামের সঙ্গেই ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। তা করতে গিয়ে যে কিছু ভুল করেননি এমন নয়। বাকনর তা স্বীকারও করেন। এই যেমন স্বীকার করলেন অন্তত দুবার ভারতীয় মহাতারকা শচীন টেন্ডুলকারকে আউট ঘোষণা করেছিলেন। ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা আম্পায়ার বাকনর বললেন তিনিও মানুষ, আর মানুষ মাত্রই ভুল করে।

বাকনর টেন্ডুলকারকে প্রথম ভুল করে আউট দিয়েছিলেন ২০০৩ সালে ব্রিসবেনে। জেসন গিলেস্পির এলবিডব্লুর আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন বাকনর। এরপর ২০০৫ সালে ইডেন গার্ডেনে। পাকিস্তানের আবদুল রাজ্জাকের বলে টেন্ডুলকারকে কট বিহাইন্ড দিয়েছিলেন বাকনর। দুটি ঘটনাই টেস্টের।বাকনর কাল বার্বাডোজের ম্যাসন অ্যান্ড গেস্ট বেতার অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে কথা বলতে গিয়ে স্বীকার করেছেন ভুলগুলো, "টেন্ডুলকারকে দুবার ভুল করে আউট দিয়েছিলাম। আমার মনে হয় না কোনো আম্পায়ার ভুল করতে চায়।

দর্শক শূন্য মাঠে হবে রঞ্জি ট্রফির ফাইনালের শেষ দিন

রাজকোট, ১২ মার্চ (হি.স.): এবার রঞ্জিতে ব্রাত্য দর্শক ঊ আগামীকাল রঞ্জি ট্রফির ফাইনালের পঞ্চম তথা শেষ দিন মাঠে ঢুকতে পারবেন না কোনও দর্শক। মূলত করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই।

ঘরোয়া ক্রিকেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিসিসিআই জেনারেল ম্যানেজার সাবা করিম জানিয়েছেন, 'রঞ্জি ট্রফির ফাইনালের শেষ দিন কোনও দর্শক মাঠে গিয়ে খেলা দেখতে পারবেন না। শুধু খেলোয়াড়, আম্পায়ার, ম্যাচ রেফারি ও সাংবাদিকদেরই মাঠে যেতে দেওয়া হবে।'

ক্রীড়ামন্ত্রক ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যমন্ত্রকের নির্দেশিকার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সর্বত্র ক্রীড়াক্ষেত্রে বড় জমায়েত এড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে। সেই কারণেই আগামীকাল রঞ্জি ফাইনালে দর্শকদের ঢুকতে দেওয়া হবে না।

রঞ্জি ট্রফি ফাইনালের প্রথম চার দিনে অবশ্য হাতে গোণা কয়েকজন দর্শকই খেলা দেখতে গিয়েছেন। ফলে শেষ দিন দর্শকদের প্রবেশাধিকার না থাকলে খুব একটা সমস্যা হবে না।

করোনা ভাইরাস: এটিপি ট্যুর ৬ সপ্তাহের জন্য স্থগিত

এটিপি ট্যুর ও এটিপি চ্যালেঞ্জ ট্যুরের সব টুর্নামেন্ট ছয় সপ্তাহের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সংক্রমণ এড়াতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ফেড কাপ ফাইনালস, ইন্ডিয়ান ওয়েলস ও মায়ামি ওপেন স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর এই ঘোষণা এলো। ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত এটিপির সব টুর্নামেন্ট স্থগিত থাকবে।

এটিপি চেয়ারম্যান আন্দ্রেয়া গাউদেনজির মতে, তাদের এই সিদ্ধান্ত টুর্নামেন্ট, খেলোয়াড় ও বিশ্বজুড়ে ভক্তদের জন্য ক্ষতির। তবে খেলোয়াড়, স্টাফ ও টেনিস কমিউনিটির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া দরকার ছিল বলেও মনে করেন তিনি।

ডব্লিউটিএ নিয়ে অবশ্য এখনও কোনো ঘোষণা আসেনি। তবে এপ্রিলের শেষের আগে টেনিসের মেয়েদের কোনো ট্যুর হবে না বলে ধারণা করা হচ্ছে।

রোনাল্ডো

এবার কোয়ারেন্টাইনে রাখা হল ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে। সম্প্রতি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাঁর সতীর্থ ড্যানিয়েল রুগানি ঊ গত রবিবার একই ড্রেসিং রুম শেয়ার করেন রোনাল্ডো ও আক্রান্ত খেলোয়াড়। তাই তাঁকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হল ।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত জুভেন্তাস তথা ইতালির তারকা ডিফেন্ডার ড্যানিয়েল রুগানি ঊ জুভেন্তাসের তারকা ফুটবলারের শরীরে করোনাভাইরাসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর সংস্পর্শে আসা সকলের দিকেই কড়া নজর রাখছে জুভেন্তাস কর্তৃপক্ষ । যার জন্য কোয়ারেন্টাইনে রাখা হল দলের তারকা ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে। জানা গেছে গত রবিবার একই ড্রেসিং রুম শেয়ার করেন রোনাল্ডো ও আক্রান্ত খেলোয়াড়। তাই তাঁকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হল।

জানা গেছে এই রিপোর্ট আসার সময় রোনাল্ডো ছিলেন পর্তুগালে, তাঁর মায়ের বাড়িতে।

বিশ্বকাপে ভারতের হার নিয়ে ঠাট্টা! পাকিস্তানি সমর্থককে ঝেড়ে কাপড় পরালেন আকাশ চোপড়া

২০১৭-য় প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়েছিল ভারতীয় দল। এর পর ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে ট্রফি জিতে নেয় পাকিস্তান।

নিজস্ব প্রতিবেদন : জ্জঙ্খঙ্খ ঢদ্রদ্বত্রদ্র"ন্ঠ২০ ঢদ্রন্তত্ম ঙ্খন্ড্ম

ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৮৫ রানে হেরেছিল ভারতীয় দল। সেই হারের ক্ষত এখনও ভারতীয় সমর্থকদের কষ্ট দিচ্ছে। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া ফাইনালে যেন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। তবে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়াকে কিন্তু এবারের বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচেই হারিয়েছিল ভারতীয় দল। আর অস্ট্রেলিয়া ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে কাপ তুলে নেয়। দুই দলের এই সমাপতন নিয়েই কথা বলছিলেন আকাশ চোপড়া। কিন্তু এক পাকিস্তানি সমর্থক তাতে ঢুকে ভারতীয় দলকে নিয়ে ঠাট্টা করার চেষ্টা করছিল। সেই সমর্থককে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিলেন আকাশ চোপড়া। ২০১৭-য় প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়েছিল ভারতীয় দল। এর পর ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে ট্রফি জিতে নেয় পাকিস্তান। তাই সেই সমর্থক আকাশ চোপড়ার বয়ান নিয়ে ঠাট্টা করার সুযোগ খুজছিলেন। আকাশ চোপড়া লিখলেন, """ভারতীয় দল এবার বিশ্বকাপে মাত্র একটি ম্যাচ হেরেছিল। আর সেটা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। দুই দলই একে অপরের বিরুদ্ধে হেরেছে। ভারতীয় দল প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়া ফাইনালে ভারতকে হারিয়েছে। এটাই জীবন।"""" আকাশ চোপড়ার এই বক্তব্যের নিচে হারুন নামের সেই পাকিস্তানি সমর্থক লেখেন, হ্যাঁ, ঠিক চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো। আকাশ চোপড়া এর পর সেই সমর্থকের উদ্দেশ্যে লেখেন, """ওই ফাইনালের পর আপনার দেশের পুরুষ ও মহিলা দল সব মিলিয়ে কটা টুর্নামেন্টের নক-আউট ম্যাচ খেলেছে? কাঁচের ঘরে যারা থাকে তারা আলো জ্বালিয়ে জামা-কাপড় বদলায় না, বন্ধু।"""" আকাশ চোপড়ার এমন রিপ্লাই পেয়ে সেই সমর্থক আর মুখ খোলেননি।

সদ্য বিয়ে করেছেন! এবার তিন বছর জেল হতে পারে বাংলাদেশের তারকা ক্রিকেটারের

বাংলাদেশের বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী—লাইসেন্স ছাড়া কোনও বণ্যপ্রানীর চামড়া নিজের কাছে রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ। এক্ষেত্রে তিন বছর বা তার থেকে বেশি সময় জেল হতে পারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির।

নিজস্ব প্রতিবেদন : সদ্য বিয়ে করেছেন। এরই মধ্যে এত বড় দুঃসংবাদ! বাংলাদেশের টপ অর্ডার বাটসমান সৌম্য সরকার ও তাঁর বাবার তিন বছর জেল হতে পারে। কিছুদিন আগেই দীর্ঘদিনের প্রেমিকা প্রিয়ন্তী দেবনাথ পূজার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন তিনি। বিয়ের দিনও মহাসমস্যা হয়েছিল। সৌম্যর বিয়ের আসর থেকে একাধিক মোবাইল চুরি যায়। তার পর হাতাহাতিতেও জড়িয়ে পড়েন সৌম্যর পরিবারের লোকজন। শেষ পর্যন্ত পুলিস এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বিয়ের পর ফের সমস্যায় পড়লেন সৌম্য। এবার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ভাঙায় তিন বছর জেল হতে পারে তাঁর।

আর্শীর্বাদ অনুষ্ঠানে হরিণের চামড়া ব্যবহার করেছিলেন সৌম্য। বাংলাদেশের বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী---লাইসেন্স ছাড়া কোনও বণ্যপ্রানীর চামড়া নিজের কাছে রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ। এক্ষেত্রে তিন বছর বা তার থেকে বেশি সময় জেল হতে পারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। সৌম্যর আশীর্বাদের দিন হরিণের চামড়া ব্যবহার করা হয়েছিল। যদিও সৌম্যর বাবা কিশোরী মোহন সরকারের দাবি, হরিণের চামড়া রাখা তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্য। বহুদিন আগে থেকেই তার পূর্বপুরুষরা এটি ব্যবহার করেন। পারিবারিক সূত্র থেকেই তিনি সেটি পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন।

সৌম্য ও তাঁর বাবার নামে এবার যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্ত হয় মামলা করেন তা হলে সমস্যা বাড়তে পারে। কারণ সেক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণ হলে কিন্তু মুশকিলে পড়তে পারেন সৌম্য।

Ref. Order dated. 01/10/2020 passed by the Ld. Chief Judical Magistrate Khowai in c/w Case no. Misc 16 of 2016 (Kalyanpur PS GDE No. 817/824 dt. 18/04/2014 U/S-102 Cr. PC)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, মাননয়ী আদালতের আদেশ মূলে একটি পালসার মোটর বাইক আগামী ২৩/১১/২০২০ ইং তারিখে ১১ টার সময় কল্যাণপুর থানা প্রাঙ্গণে নিলামে বিক্রি করা হইবে। উক্ত নিলামে ইচ্ছুক ব্যক্তি গণকে অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

ইতি-
স্বাক্ষর
খোয়াই জেলা পুলিশ আধিকারিক
খোয়াই - ত্রিপুরা

ICA/D/864/2020-21

CORRIGENDUM REGARDING WALK-IN-INTERVIEW

At the notific tion dated 11/11/2020 which has been published on 14/11/2020 at newspapers, as minor correc on please read For English" in place of For Management & allied subjects" at Eligibility Cri ,3rIa section of the said notification. Other criteria and information furnished at the adTertiseme t are unchanged. Visit wvvw.tpikhumulwng.edu.in for detailed notification and bio-data format.

ICA/D-859/2020-21

Principal-in-Charge TTAADC
Polytechnic Institute
Khumulwng, Tripura

NOTICE INVITING SHORT TENDER
Govt. Degree College, Santirbazar, Tripura (S)

Sealed Quotations are invited from authorized sellers / service providers for making & installation of following Name plates/ Signboard etc in the Govt. Degree College, Santirbazar, South Tripura.

The detailed terms & conditions are available in the website of Govt. Degree College, Santirbazar www.santirbazarcollege.ac.in. The quotations should reach to the undersigned on or before 30/ 11 /2020 at 5-00 P.M. during office hours positively.

ICA/C-2122/2020-21

Principal-In-Charge
Govt Degree College
Santirbazar. Tripura(S)

PNIT NO: ePT27/EE/RD/KCP/DIV/2020-21/7448
DATED: 06.11.2020

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 5.00 PM on 24.08.2020 for 5 (Five) Nos Construction projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2020-21. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-2115/2020-21

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

PNIe-T NO:- 14/EE/RIG/2020-21

The Executive Engineer, Rig Division, P. N. Complex, Agartala, West Tripura invites the Item rate -e-tender in single bid for the following work.

Sl No	DNIe-T No	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	13/DNIe-T/EE/Rig/2020-21	₹ 5,62,100.00	₹ 5,621.00	365(Three Hundred Sixty Five) days.

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in

For details please visit www.tripuratenders.gov.in for any query please contact :-

For and on behalf of Governor of Tripura.

ICA/C-2118/2020-21

Executive Engineer
Rig Division, P.N.Complex
Agartala,Tripura

করোনার উপসর্গ নেই, আগাম সতর্কতায় স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে বরিস জনসন

লন্ডন, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসের কোনও উপসর্গ নেই, তবে সান্নিধ্যে আসা কেউ একজন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাই কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে চলে গেলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন, ”করোনার কোনও উপসর্গ নেই, তবে নিয়ম অনুযায়ী আগামী ক ে য. ক দিন সেলফ-কোয়ারেন্টাইনে থেকেই কাজ করব।”
টুইট করে বরিস জনসন জানিয়েছেন, এনএইচএস টেস্ট ও ট্রেসের মাধ্যমে জানা গিয়েছে আমার সান্নিধ্যে আসা একজন কোভিড-১৯ পজিটিভ হয়েছেন। যদিও আমার শরীরে কোনও উপসর্গ নেই, তবে আগামী কিছু দিন সেলফ-কোয়ারেন্টাইনে থাকব এবং ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে থেকেই কাজ করব। প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের মুখপাত্র জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী ভালো আছেন এবং তাঁর শরীরে করোনার কোনও উপসর্গ নেই। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার মাত্র ৩৫ মিনিটের জন্য এমপি-দের একটি ছোট দলের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

মহারাষ্ট্রে খুলে গেল ধর্মীয় স্থান বিভিন্ন মন্দিরে ভক্তদের ঢল

মুম্বই, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): দীর্ঘ সাত-মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ থাকার মহারাষ্ট্রে অবশেষে খুলে দেওয়া হল সমস্ত ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। উদ্ধব ঠাকরে সরকারের গ্রিন সিগন্যাল পাওয়ার পর, সোমবার সকাল থেকেই মহারাষ্ট্রের সর্বত্র খুলে দেওয়া হয়েছে মন্দির ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এদিন সকালেই খুলেছে মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির, নাগপুরের শ্রী গণেশ তেকড়ি মন্দির-সহ সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। মন্দির খুলতেই ঢল নেমেছে ভক্তদের। সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির দর্শনের পর একজন ভক্ত জানিয়েছেন, ”দীপাবলির পর, নতুন বছরে মন্দিরের আসতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। আমি ভীষণ খুশি। করোনা-সম্পর্কিত সমস্ত ধরনের সতর্কতা ভালোভাবেই মেনে চলা হচ্ছে।”
মন্দির-সহ অন্যান্য ধর্মীয় স্থান খোলা নিয়ে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করেছে মহারাষ্ট্র সরকার। যেমন-ফেস মাস্ক বাধ্যতামূলক, কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে মেনে চলতে হবে সমস্ত করোনা-সতর্কতা। প্রসঙ্গত, এই ধর্মীয় স্থান খোলা নিয়েই গত অক্টোবর মাসে মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া চিঠি দিয়েছিলেন রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারি। পাল্টা রাজ্যপালকেও চিঠি লিখেছিলেন উদ্ধব ঠাকরে। অবশেষে মহারাষ্ট্রে খুলে দেওয়া হল ধর্মীয় স্থান।

তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,৪০৭, সুস্থতা ৯৩.৮৭ শতাংশ

হায়দরাবাদ, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের বাড়ল। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৫০২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল-২,৫৭,৮৭৬ এবং ১,৪০৭। স্বস্তি দিয়ে তেলেঙ্গানায় বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায়

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভারতে ৮৮.৪৫-লক্ষ করোনা-সংক্রমণ, মৃত্যু বেড়ে ১,৩০,০৭০

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ৮৯-লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনা-সংক্রমণ। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮৮,৪৫, ১২৭-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৪৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৩০,৫৪৮ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৩০, ০৭০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৪৩,৮৫১ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৮২,৪৯, ৫৭৯ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪৭৮ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ১৩,৭৩৮ জন। ১৫ নভেম্বর (রবিবার সারা দিনে) ভারতে ৮,৬১,৭০৬টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ৮,৬১,৭০৬টি স্যাম্পেলের মধ্যে পজিটিভ এসেছে ৩০,৫৪৮টি স্যাম্পেল, বাকিগুলি নেগেটিভ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, এ পর্যন্ত দেশে ১২,৫৬,৯৮,৫২৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে সুস্থতা বেড়ে ৯৩.২৭ শতাংশ, ১২.৫৬ কোটি করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): স্বস্তি দিয়ে সুস্থতার সংখ্যা ভারতে বেড়েই চলেছে। বাড়তে বাড়তে ভারতে সুস্থতার হার ৯৩.২৭ শতাংশে পৌঁছে গেল। একইসঙ্গে ভারতে ১২.৫৬ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১২,৫৬,৯৮,৫২৫-এ পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৮.৬১ লক্ষের বেশি করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৫ নভেম্বর (রবিবার সারা দিনে) ভারতে ৮,৬১,৭০৬টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১২,৫৬,৯৮,৫২৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।
সুস্থতা যেমন বাড়ছে, তেমনই ভারতে করোনায় মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১৩০,০৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪৩৫ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮,২৪,৯৫,৭৯ জন (৯৩.২৭ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪,৬৫,৪৭৮ জন করোনা-রোগী (৫.২৬ শতাংশ)।

মানবতার সেবায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘বন্ধু মানেই ভালবাসা’

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। দুর্গোৎসবের মত এবারের দীপাবলি উৎসবেও আর্ত মানবতার সেবায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘বন্ধু মানেই ভালবাসা’ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে দেখিয়েছে। গরিব দুঃখী মানুষের জন্য তাদের আন্তরিক ভালবাসা দেখে সকল অংশের মানুষ এই সংস্থার ভূমিকাকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন। প্রতাপগড় সুভাষ পল্লীর রিক্সা শ্রমিক সুনীল সাহা। একটি দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে এখন গৃহবন্দি। তিনি ও তার স্ত্রী নিত্য অর্ধাহারে অনাহারে ভুগেন। কেউ দয়া করে কিছু দিলে তবেই তাদের খাবার জোটে। গত পরশুদিন বন্ধু মানেই ভালবাসা টিমের পক্ষ থেকে আহত শ্রমিক সুনীল সাহার বাড়িতে গিয়ে উনার হাতে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী এবং নগদ অর্থ দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। উনার চিকিৎসার ব্যাপারেও তারা উদ্যোগ নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।গতকাল দীপাবলির দিনে পশ্চিম প্রতাপগড়ের বস্তি এলাকায় গিয়ে অসংখ্য গরিব মানুষকে নতুন বস্ত্র, মিষ্টির প্যাকেট এবং দীপাবলি পালনের জন্য বিভিন্ন রকম সামগ্রী দিয়ে সহায়তা করা হয়।এদিন সন্ধ্যায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অবস্থানরত পথনাগরিকদের নিয়ে পথে পথে প্রদীপ প্রজ্বলন করে দীপাবলি উৎসব উদযাপন করা হয় এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করে তাদের সবার হাতে মিষ্টির প্যাকেট বিতরণ করা হয়। বন্ধু মানেই ভালবাসা টিমের কর্মকর্তারা জানান, পথবাসী এই মানুষদের জন্য তারা খাবারের আয়োজন করবেন বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু কোভিড পরিস্থিতিতে সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকায় তারা তা করতে পারেননি।এবারের দুর্গোৎসবের সময়ও এই সংস্থার পক্ষ থেকে সতেরশোর বেশি গরিব মানুষের মধ্যে বস্ত্র এবং মাস্ক বিতরণ করা হয়েছিল। ছাত্রবন্ধু ক্লাবের পূজো প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী জলছত্র কেন্দ্র খোলে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে পানীয় জল চকলেট এবং মাস্ক বিতরণ করা হয়েছিল। লক্ষ্মী পূজোর সময়ও এই সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম জনসেবামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। বন্ধু মানেই ভালবাসা টিমের সদস্যদের এই ধরণের কাজকর্মে সমাজের বিভিন্ন মহলেই আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে বলা যায়।

ভূবনবনে ন্যায্যমূল্যের দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। সোমবার সাতসকালে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন পশ্চিম ভুবনবনে ১৭০ নম্বর সরকারি ন্যায্যমল্যের দোকান এ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অগ্নিকাণ্ডে সরকারি ন্যায্যমূল্য দোকান টি সম্পূর্ণভাবে ভষ্মিভূত হয়ে গেছে। এর ফলে ন্যায্যমূল্যের দোকানের চাল-ডাল সহ অন্যান্য জিনিসপত্র পুড়ে গেছে।রেশন শপের ডিলার রোহিত চৌধুরী জানান আজ সকালে তিনি যখন রেশন শপের উদ্দেশ রওয়ানা হবেন ঠিক সেই সময়ে তিনি বিকট আওয়াজ শুনতে পান। প্রথমত তিনি ভেবেছিলেন হয়তো কালী পূজার দশমীর করতে বাজি পটকা ফাটানো হচ্ছে।কিন্তু ঘর থেকে বের হয়ে রেশন শপের দিকে অগ্রসর হতেই তিনি রক্ষা করেন তার রেশন শপে আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার করেন। চিৎকার শুনে পরিবারের লোকজন এবং প্রতিবেশিরা ছুটে আসেন। ততক্ষণে আগুন যে পর্যায়ে এসে পৌঁছায় তাতে আগুন নেভানোর কোন পরিস্থিতি ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে।খবর পেয়ে শ্যামলী বাজার থেকে দমকল বাহিনীর ৩ টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।দমকল বাহিনীর জওয়ানরা গিয়ে আগুন আয়ত্তে ততক্ষণে সবকিছু পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। রেশন শপের ডিলার রোহিত চৌধুরী জানিয়েছেন রেশন শপের ক্যাশ বাক্স তার ৫/৬ হাজারনগদ টাকাও ছিল। অগ্নিকান্ডে টাকাগুলি ওপরের ছারখার হয়ে গেছে। রেশন শপের ডিলার দাবি করেছেন এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। সাতসকালে দুস্কৃতিকারীরা চারদিকে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।তিনি জানান শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই।আগুন লাগানোর আগে দুস্কৃতিকারীরা স্ট্রিটলাইট গুলি নিভিয়ে দিয়েছিল বলেও তিনি জানান। অগ্নিকাণ্ডে রেশন শপ পুরে ছারখার হয়ে যাওয়ার ঘটনায় স্থানীয় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। খাদ্য দপ্তরের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে স্থানীয় ভোক্তাদের মধ্যে রেশন সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৭০ জন কৃষককে স্প্রে মেশিন বিতরন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৬ নভেম্বর।। বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে এক অনুষ্ঠানেরমধ্যদিয়ে কৃষদের মধ্যে স্প্রে মেশিন ও কিছু সংখ্যক গরীব লোকজনদের বাছাইকরে শীতবস্ত্র বিতরন করাহয়। বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির পি ডি এফ ফান্ডথেকে পঞ্চায়েতের অধীনে থাকা ৭০ জন কৃষককে স্প্রে মেশিন বিতরন করাহয়। অপরদিকে ব্লকের কালিপূজার কমিটির সদস্যদের উদ্দ্যোগে ৪৯ জন গরীব অংশের লোকজন বাছাইকরে শীতবস্ত্র বিতরন করেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরা, শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, দক্ষিন জেলার জেলা সভাতিপতি কাকলি দাস দত্ত, জেলা সহসভাতিপতি বিভিষন চন্দ্র দাস, শান্তির বাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস, বগাফা ব্লকের বিডিও রূপন দাস, বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। আজকের বগাফা পঞ্চায়েত সমিতির দেওয়া এই কৃষি সামগ্রী ও পূজা কমিটির দেওয়া শীতবস্ত্র পেয়ে লোকজনেরা খোবইখুশি।

মনপাথর ব্যাবসায়ী সংঘের উদ্দ্যোগে শিশু উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৬ নভেম্বর।। মনপাথর ব্যাবসায়ী সংঘের উদ্দ্যোগে অনুষ্ঠিতহয় শিশু উৎসব ২০২০ অন্যান্য বছরের ন্যায় এইবছরও মনপাথর এলাকার ব্যাবসায়ী সংঘের উদ্দ্যোগে আজ অনুষ্ঠিত হয় শিশু উৎসব। প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্যদিয়ে আজকে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সাংসদ রেবতী কুমার ত্রিপুরা। উদ্ভোদকের পাশাপাশি আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তির বাজার পৌরপরিষদের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস, বগাফা ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার গৌরিশঙ্কর রিয়াং ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দরা। ব্যাবসায়ী সংঘ কতৃক আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে বালক সেবা, কৃষক এবং মেধা ছাত্র ছাত্রীদের সম্মন প্রদানকরাহয়। তার পাশাপাশি করুনা মহামারী চলাকালিন সামনের সারির যোদ্ধা ডাক্তার, পুলিশ ও সাংবাদিকদের সংবর্ধনা প্রদানকরাহয়। আজকের অনুষ্ঠানে বক্তব্যরাখতেগিয়ে বক্তারা ব্যাবসায়ী সংঘের এইধরনের উদ্দ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তার পাশাপাশি শিশু উৎসবে আগত শিশুর অভিবাবকদের শিশুদের প্রতি যত্ন নেবার জন্য বিশেষ আহব্বান জানান।

সোমবার সকালে হাওড়া নদীতে মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য। ছবি-নিজস্ব।

আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তুলতে সমবায় সমিতিগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে : সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। ৬৭তম অখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে সমবায় দপ্তরের উদ্যোগে আজ ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে উত্তর ও ঊনকোটি জেলাভিত্তিক এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে সমবায়ের পতাকা উত্তোলন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন। এরপর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনের হলে অনলাইনে আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী সান্তনা চাকমা। উল্লেখ্য, এবারের সমবায় সপ্তাহের আলোচনাচক্রের মূল বিষয় হলো ’পুনঃনির্ণায়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ’। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়। ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস ও ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হিতসাধিনী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির চেয়ারম্যান অলকেশ আদিত্য। আলোচনাচক্রে উত্তর ও ঊনকোটি জেলার ল্যাম্পস, প্যাকস, কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি কো-অপারেটিভ ব্যাংক ও সমবায় দপ্তরের প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।
আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী সান্তনা চাকমা সমবায়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সরকারের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। সমবায় সমিতিগুলিকে সাফল্য পেতে হলে কর্মকর্তা, সদস্য ও সদস্যাদের সততা, একতা ও নিষ্ঠা সহকারে কাজ করতে হবে। ক’ষি, মৎস্য ও পশুপালনে সমবায় সমিতিগুলিকে যুক্ত করে তাদের স্বনির্ভর করে তুলতে হবে। আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তুলতে সমবায় সমিতিগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
আলোচনাচক্রে প্রধান অতিথির ভাষণে উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন বলেন, সমবায় সমিতিগুলি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং প্রতিটি সমবায় সমিতি, ল্যাম্পস, প্যাকসগুলিকে সঠিকভাবে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে এগিয়ে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তর প্রদেশের কিছু উল্লেখযোগ্য সমবায় প্রতিষ্ঠানের কথা তুলে ধরেন। উপাধ্যক্ষ বলেন, বিগত সরকারের সময়ে মৃতপ্রায় কো-অপারেটিভ ব্যাংক, সমবায় সমিতিগুলি বর্তমানে সাফল্যের মুখ দেখছে। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের উদ্যোগের দিকও তিনি তুলে ধরেন।
ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায় গ্রামীণ ভারতের বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনমান উন্নয়নে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরেন। কিছু লোক একসঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকের নিজের উন্নয়নের পাশাপাশি রাজ্যেরও উন্নয়ন ঘটছে বলে তিনি বলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রুদ্রসাগর কো-অপারেটিভ সোসাইটির সাথে প্রায় ১ হাজার ৮০০ পরিবার যুক্ত রয়েছে। তাদের জীবন জীবিকা চলছে। গোমতী দুগ্ধ উৎপাদনকারী সোসাইটিতে এক সময় ৩ হাজার ৫০০ লিটার দুগ্ধ উৎপাদন হতো। বর্তমানে সোসাইটির উদ্যোগে ১০ হাজার ৫০০ লিটার দুগ্ধ উৎপাদন হচ্ছে। এছাড়াও তিনি আমূল দুধ এবং লিজ্জত পাপড় উৎপাদনকারী সোসাইটির সফলতার চিত্রও তুলে ধরেন। তুলে ধরেন রাজ্যের সফল কো-অপারেটিভ সোসাইটির চিত্র। রাজ্য ব্যাম্বো মিশন, রাবার শিল্প, ধূপকাঠি তৈরি, আগর চাষ, পর্যটন শিল্প ইত্যাদির মাধ্যমে নিজে স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি অন্যদেরও স্বনির্ভর করার যে পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের রয়েছে তাতে মানুষ উপক’ত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
অনুষ্ঠনে সমবায় সপ্তাহের প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব, সমবায়ীদের সঙ্গে নিয়ে তাদের উন্নয়নে ল্যাম্পস, প্যাকস, কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজ্য সরকারের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস, স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেডের বোর্ড অব ডিরেক্টর মলিনা দেবনাথ ও অনুষ্ঠানের সভাপতি অলকেশ আদিত্য। এছাড়া সমবায় সপ্তাহের প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সমবায় উপনিয়ামক নিখিল র’ন চক্রবর্তী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমবায় দপ্তরের উত্তর জেলার ডি আর সি এস অনিল দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন প্রিয়াংকা শর্মা। তথ্য ও সংস্ক’তি দপ্তরের শিল্পীরা ককবরক সংগীত এবং সিসটারস-এর শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেন।

মহিলা মহাবিদ্যালয়ের উপজাতি ছাত্রিনিবাসের শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। সোমবার রাজধানী মহিলা কলেজে ১০০ আসন বিশিষ্ট উপজাতি ছাত্রী আবাসনের শিলান্যাস করা হয় মহিলা কলেজে। এর ভিত্তিপ্রস্তর করেন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া এবং সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। এক্ষেত্রে ব্যয় হবে ৪ কোটি টাকা। প্রজেক্টের কাজ আগামী ১৮ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ছাত্রী নিবাস ১৮৮৬ স্কয়ার ফুট হবে। এদিন ভিত্তিপ্রস্তরের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, পয়সার অভাবে বহু ছাত্রী দূরদূরান্ত থেকে শহরের মহিলা কলেজে এসে পড়তে পারে না। সেদিকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার ছাত্রী নিবাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। একইভাবে গন্ডাছড়াতে ছাত্র আবাসন এবং ফটিকছড়াতেও আবাসন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে। বিশেষ করে এতে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকটা সহযোগিতা হবে। মেয়েরা শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারবে বলে অভিমত ব্যক্ত করলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। এদিকে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর মেবার কুমার জমাতিয়া বললেন, সরকার এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। দূরদূরান্ত থেকে ছাত্রীরা মহিলা কলেজ এসে পড়াশোনা করতে আর্থিকভাবে এবং বিভিন্ন সমস্যার দরুণ অনেকটা সমস্যায় পড়তে হয়। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে আবাসন গড়ে উঠলে অনেকটা সহযোগিতা হবে ছাত্রীদের বলে অভিমত ব্যক্ত করলেন তিনি। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব দপ্তরের সচিব এবং পশ্চিম জেলাশাসক শৈলেশ কুমার যাদব সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

শ্বেতশুভ্র বরফে ঢাকা পড়ল হিমাচল, কাশ্মীর-উত্তরাখণ্ডেও তুষারপাত

শিমলা, শ্রীনগর ও দেরাদুন, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পড়ল হিমাচল প্রদেশের মানালি ও কুফরি। শীতল ঠাণ্ডা হাওয়ার পরশে সোমবার সকালে ঘুম ভাঙল শিমলার বাসিন্দাদের। তুষারপাত হয়েছে কাশ্মীরের উঁচু পার্বত্য অঞ্চল এবং উত্তরাখণ্ডেও। জওহর সুড়ঙ্গ এলাকায় তুষারপাতের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। ভারী তুষারপাত হয়েছে পীরপাঞ্জল পার্বত্য অঞ্চলে, ফলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে মুগল রোড। উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ ও বদ্রীনাথেও তুষারপাত হয়েছে। তুষারপাত হয়েছে উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলার চোপতায়।
রবিবার রাত থেকে শুরু হওয়া মরশুমের প্রথম তুষারপাতে সাদা বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে হিমাচল প্রদেশের মানালি, কুফরি ও নারকান্ডা। বাড়ির ছাদ, গাছ সমস্ত কিছুই বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে যায়। এক ধাক্কায় তাপমাত্রার পারদ অনেকটাই নেমে গিয়েছে। সর্বত্র সকাল থেকেই বইতে থাকে শীতল ঠাণ্ডা হাওয়া। রবিবার রাত থেকেই বরফ পড়তে থাকে লাহুল ও স্পিতি, চম্বা, মান্ডি, কুল্লু এবং কিন্নর জেলায়। এছাড়াও বৃষ্টি হতে থাকে ধরমশালা, নাহান, চম্বা, ডালহৌসি এবং মান্ডিতে।
জম্মু-কাশ্মীর ও উত্তরাখণ্ডেও ভারী তুষারপাত হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, গুলমার্গ, সোনমার্গ, পহেলগাম এবং কুপওয়ারা, বারামুল্লা, কুলগাম, শোপিয়ান ও অনন্তনাগ জেলার উঁচু পার্বত্য এলাকায় আগামী ১২ ঘন্টা ধরে চলবে তুষারপাত।

মনুতে বিস্তর পরিমাণে বিলেতিমদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ নভেম্বর।। ধলাই জেলার মনু থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দুই লক্ষাধিক টাকার বিলিতি মদ উদ্ধার করেছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছেধলাই জেলার থানার পুলিশের কাছে খবর আসে একটি বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ বিদেশী মদ মজুত রাখা হয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে দুই লক্ষাধিক টাকার বিদেশী মদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।বিলিতি মদ উদ্ধার করা সম্ভব হলেও এই ঘটনায় কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযুক্ত পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। মনো থানার পুলিশ জানিয়েছে বেআইনিভাবে বিলিতি মজুদ রাখা হয়েছিল। এ ব্যাপারে পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দিল্লিতে পুনরায় লকডাউন লাগু করা হবে না : সত্যেন্দ্র জৈন

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে গত কয়েকদিন ধরে করোনাভাইরাসের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে। দিল্লিতে হু হু করে বাড়ছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুও। ফলে অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, করোনা-সংক্রমণ রুখতে দিল্লিতে কী পুনরায় লকডাউন লাগু করা হবে? এমতাবস্থায় সোমবার দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়ে দিলেন, দিল্লিতে পূনরায় লকডাউন লাগু করা হবে না। সোমবার দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ”দিল্লিতে পূনরায় লকডাউন লাগু করা হবে না। আমার মতে লকডাউন লাগু করা এই মুহূর্তে কার্যকর পদক্ষেপ হবে না, বরং মাস্ক পরলেই বেশি উপকার হবে।”দিল্লিতে এই মুহূর্তে করোনাভাইরাসের তৃতীয় ঢেউ বইছে। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত দিল্লিতে করোনা-আক্রান্ত ৭,৬১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩,৯৯,৯০ জন। করোনার তৃতীয় ঢেউ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন বলেছেন, দিল্লিতে করোনার তৃতীয় ঢেউ শিখরে পৌঁছেছে। প্রসঙ্গত, দিল্লিতে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৩,৭৮, ০১ জন।

হিমাচলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ল পিকআপ-গাড়ি, মৃত্যু ৭ জন শ্রমিকের

মান্ডি, ১৬ নভেম্বর (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি পিকআপ-গাড়ি। ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের, সৌভাগ্যবশত প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন একজন। তাঁকে উদ্ধার করে মান্ডির হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট থেকে তিনটের মধ্যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মান্ডি জেলার পুলঘ্রাত এলাকার কাছে সুকেতি খাদ জল প্রবাহে। নিহতদের বাড়ি বিহারে, তাঁরা প্রত্যেকেই পেশায় শ্রমিক।
পুলিশ সূত্রের খবর, বিহার থেকে হিমাচল প্রদেশে এসেছিলেন শ্রমিকরা। রবিবার গভীর রাতেই এসে পৌঁছেছিলেন তাঁরা। পিকআপ-গাড়িতে করে ঠিকাদার তাঁদের নিয়ে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন, সোমবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট থেকে তিনটের মধ্যে মান্ডি জেলার পুলঘ্রাত এলাকার কাছে সুকেতি খাদ জল প্রবাহে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যায় পিকআপ-গাড়িটি। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৬ জনের, অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় দু”জনকে উদ্ধার করে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।